493

المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের আক্বীদাহ বা বিশ্বাস

মুল:

শায়েখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমীন

অনুবাদ:

মুহাম্মাদ মুয়াজ্জেম হোসাইন খান

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

uspr@moia.gov.sa

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের আক্বীদাহ বা বিশ্বাস

মুল:
শায়েখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমীন

অনুবাদ:
মুহাম্মাদ মুয়াজ্জেম হোসাইন খান

সম্পাদনা:
মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়ঃ
ইসলামী দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ক সংস্থা রিয়াদ

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচী পত্র

বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহিম

উপস্থাপনা ঃ—

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য । আর সালাত ও সালাম সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যাঁহার পরে আর কোন নবী নাই এবং তাঁহার বংশধর ও তাঁহার সাহাবাগণের প্রতি। অতঃপর, আমাদের ভাই জনাব আল্লামা মুহাম্মাদ সালেহ্ আল উসাইমীনের সংক্ষিপ্ত কলেবরে সংকলিত মূল্যবাণ (আকীদাহর উপর লিখিত) পুস্তিকাখানি পাঠ করাইয়া শুনিয়া উহা সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকিফ্হাল হইবার সুযোগ পাইয়াছি। শ্রবণ করিয়া দেখিলাম উহাতে আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদ, তাঁহার নামর্সমূহ ও গুনাবলী সম্পর্কে "আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের" মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও সকল ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ বিচারের দিন এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি তাদের আকিদার বর্ণনা রহিয়াছে। সংকলনটি খুবই সুন্দর ও সফল করিয়া তুলিয়াছেন। উহাতে আল্লাহ্ তায়ালা, ফেরেশতাকুল, আসমানী গ্রন্থসমূহ, রাসূলগণ (আলাইহিমুস্সালাম), কিয়ামত দিবস ও তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং এতদসম্পর্কে

জ্ঞানাণ্বেষণকারী ও প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির সন্নিবেশ করিয়াছেন। উপরন্তু (আকিদার সাথে সংশ্লীষ্ট) এমন সব ফলপ্রদ বিষয়াবলীর সংযোজন করিয়াছেন যাহা আকায়েদের অনেক গ্রন্থেই পাওয়া ভার। তাই দোয়া করি আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাহাকে অতিত্তোম প্রতিদান দান করেন, হেদায়েত ও এলেম বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহার এই পুস্তিকা ও অন্য সকল গ্রন্থাবলী দ্বারা মানুষের উপকার বিধান করেন। আমাদিগকে, তাহাকে ও অন্য সকল ভাইদিগকে সৎ পথের দিশারী ও দিশাপ্রাপ্ত এবং জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র পথের আহ্বাণকারী করিয়া তোলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি নিকটে ও অধিক শ্রবণকারী।

এই কথাগুলি — আল্লাহ্র দয়াপ্রার্থী পরম শ্রদ্ধেয় আশশায়েখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ তাহার লেখককে বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার যাবতীয় ত্রুটি—বিচ্যুতি মার্জনা করুণ। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুণ।

প্রধান সভাপতি

দাওয়াত,এরশাদ, ফাত্ওয়া এবং গবেষণা বিভাগ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা একমাত্র বিশ্বপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। শেষ শুভ পরিণতি একমাত্র আল্লাহভীরুদেরই প্রাপ্য। জালেম ছাড়া আর কাহারও সাথে বাড়াবাড়ি (শত্রুতা) নেই । আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য এলাহ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই। সত্যিকারে প্রকাশ্য মালিক (বাদশা) তিনিই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা, প্রেরিত রাসূল এবং মুত্তাকী (আল্লাহ্ ভীরুদের ইমাম বা নেতা)। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার ও তাহার পরিবার পরিজন, সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা নিষ্ঠার সহিত তাঁহার আনুগত্য করিবেন তাহাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুণ।

অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন এবং স্পষ্ট হেদায়েত দিয়া বিশ্ববাসির প্রতি শান্তির দূত ও সৎকর্মশীলদের পথিকৃৎ এবং সকল বান্দাদের উপর (হাশরের দিন) প্রমাণ হিসাবে পাঠাইয়াছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তদীয় রাসূল ও তৎপ্রতি অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ্ আল-কুরআন ও যে প্রজ্ঞা দিয়াছে তাহা দ্বারা বান্দাদের কিসে মঙ্গল রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের দ্বীন ও

দুনিয়ার অবস্থা ভাল হইবে যেমন সহিহ আকায়েদ, সৎকাজ সমূহ, উন্নত চারিত্রিক গুনাবলী ও শিষ্টাচার সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারই বদৌলতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার উম্মতগণকে এমন এক অভীষ্ট পথে রাখিয়া গিয়াছেন যাহার উপর ভ্রমনকারীর রাত্রিকাল দিনের মতই আলোকোজ্জ্বল স্পষ্ট, পরিস্কার। এইরূপ স্পষ্ট হেদায়াতের সরল পথ হইতে একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বিচ্যুত হইবে না (১)। সুতরাং তাঁহার উম্মতগণ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়া ঐ আলোকোজ্জ্বল পথে চলিয়াছেন। তাহারাই সৃষ্টির সেরা মানব সাহাবা ও তাবেঈগণ এবং যাহারা ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সহিত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার সুন্নাত তথা (নীতি)কে আকীদা, ইবাদত, সচ্চরিত্রতা ও শিষ্টাচার হিসাবে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিবার মত মজবুত করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

---

(১) এই স্পষ্ট হেদায়তের পথ হইতে যেই জন সরিয়া পড়িবে সেই জন অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ফলে তাহারাই সদা - সর্বদা উন্নতশিরে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আল্লাহ্‌র আদেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত যাহারা তাহাদের বিরোধীতা বা অপমান করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা তাহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। একমাত্র আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা - আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছি, কিতাব ও সুন্নাত সমর্থিত— তাহাদের জীবন চরিত্র হইতেই হেদায়েত গ্রহন করিতেছি। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের বর্ণনা স্বরূপ এবং প্রতিটি মুমিনের কোন বিষয়ের উপর টিকিয়া থাকা প্রয়োজন তাহা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলি বলিলাম। মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কাছে এই দোয়াই করি তিনি যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে এবং মুসলিম ভাইদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে (১) সেই মজবুত বাক্য (কালেমায়ে তায়্যেবা) এর দরুন সুদৃঢ় রাখেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে রহমাত দান করেন ; কেননা একমাত্র তিনিই অধিক

---

(১) অর্থাৎঃ পৃথিবীতে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা হইতে মুক্ত রাখেন। ফলে মৃত্যুকালে তাহারা ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকে এবং কবরে তাহারা মুন্‌কার নকীরের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিবে। (বায়ানুল কুরআন)

দানশীল। এই বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং এই বিষয়ে মানুষের মত - পথ বিভিন্ন রকম হইয়া থাকিবার কারনে আমাদের আহ্‌লুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাহ্ সম্পর্কে সংক্ষেপে ইহা লিখিতে প্রয়াস পাই। আহ্‌লুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাহ্ হইলঃ

الإيمان باللهِ وملائكتِه وكُتُبه ورُسُلِه واليومِ الآخرِ

والقدرِ خيرِه وشرِّه

এক আল্লাহ্ এবং তাহার সকল ফেরেশতা, সকল আসমানী কিতাব সমূহ, সকল রাসূল, শেষ বিচারের দিন ও তাকদীরের ভাল - মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

আল্লাহ্‌র সমীপে এই দরখাস্ত করি তিনি যেন এই পুস্তিকাটিকে একমাত্র তাঁহারই জন্য এবং খালেস ভাবে তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য ও তদীয় বান্দাদের উপকারী পুস্তকরূপে গ্রহন করেন— আমীন।

আমাদের আকীদাহ

আমাদের আকীদা হইলঃ এক আল্লাহ্ তা'য়ালা, তাঁহার ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ বিচারের দিন এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

অতএব, আল্লাহ্ তা'য়ালার রবুবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তিনিই স্রষ্টা, প্রতিপালক , মালিক এবং সর্ব বিষয়ের একমাত্র মহা ব্যবস্থাপক। আমরা আরো বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তা'য়ালার উলুহিয়্যাতের প্রতি ; অর্থাৎ একমাত্র তিনিই সত্যিকারে ইলাহ। তাঁহাকে ছাড়া অন্য সকল মাবুদ (উপাস্য)ই বাতিল। আমরা তাঁহার সকল নাম ও গুনাবলীসমূহের প্রতি ও ঈমান পোষন করি, অর্থাৎ একমাত্র তাঁহারই আছে ঐ সকল সুন্দর নাম সমূহ এবং উন্নত ও পূর্ণগুনাবলী। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে উপরোক্ত বিষয়াবলীতে তিনি একক; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালার উলুহিয়্যাত, রাবুবিয়্যাত এবং নামসমূহ ও গুনাবলীতে আর কেউ অংশীদার নাই।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষনা করিয়াছেনঃ

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْه وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا

"তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক এবং যাহা কিছু উহাদের মধ্যে আছে, সুতরাং তুমি তাঁহার ইবাদতে ধৈর্য্যধারণ কর। তুমি কি কাহাকেও তাঁহার সমগুন সম্পন্ন মনে কর" (১)?

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ঃ-

اللّٰهُ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ لَه مَا فِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَه إِلاَّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ(এইরূপ যে) তিনি ভিন্ন কেহ ইবাদতের প্রকৃত যোগ্য নহে; তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। না তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে, আর না নিদ্রা। তাঁহারই সত্বাধীনে রহিয়াছে যাহা কিছু আসমান সমূহে এবং যমিনে আছে। এমন ব্যক্তি কে আছে ? যে তাঁহার নিকট

---

(১) সূরা মারিয়াম , আয়াত ঃ ৬৫

সুপারিশ করিতে পারে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। তিনি অবগত আছেন তাহাদের (সৃষ্টির) উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবস্থাবলী। আর ঐ সমুদয় সৃষ্টি তাঁহার এলেমের কোন বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনিতে পারে না। হাঁ যে পরিমান তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁহার কুর্সী (১) আসমান সমূহ ও যমিনকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে আর আল্লাহ্‌র পক্ষে এতদুভয়ের হেফাজত কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না। এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান "(২)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ঃ-

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّموَاتِ وَالأَرْضِ

---

(১) কুর্সী আসমান ও যমীন হইতে অনেক গুন বড় এবং আরশ হইতে ছোট। আরশের কোন সীমানাই বর্নণা করা যায় না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) সূরা আল বাকারাহ ; আয়াতঃ ২৫৫

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"তিনি আল্লাহ্ এমন মা'বুদ যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নাই। তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা, তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। তিনি এমন মা'বুদ যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নাই। তিনি বাদশাহ্ পবিত্র (সমস্ত কলঙ্ক হইতে) নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, সুমহান; আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের অংশীবাদ হইতে পবিত্র। তিনি মা'বুদ, সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবক, আকৃতি নির্মাণকারী, তাঁহার জন্যই উত্তম নাম সমূহ রহিয়াছে ; সমস্ত বস্তুই তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে — যাহা আসমান সমূহ ও যমীনে রহিয়াছে আর তিনি মহাপরাক্রান্ত "(১)।

আরো বিশ্বাস করি যে, আসমান সমূহ ও যমিনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁহারই।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
عَقِيماً إِنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ

---

(১) সূরা হাশর, আয়াতঃ ২২, ২৩, ২৪

"তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহাকে ইচ্ছা কন্যাসমূহ দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্রসমূহ দান করেন, অথবা তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই মিশ্রিত করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন ; নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহাশক্তিমান "(১)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ঃ

لَيسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"কোন কিছুই তাঁহার অনুরূপ নাই, আর তিনিই সর্ব বিষয় শ্রবনকারী, দর্শনকারী । আসমান সমূহ ও যমিনের চাবিগুলি তাঁহারই আয়ত্বে রহিয়াছে, যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দেন, আর (যাহাকে ইচ্ছা) কম করিয়া দেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণজ্ঞাতা "(২)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

---

(১) সূরা আশ্‌শূরা, আয়াতঃ ৪৯, ৫০

(২) সূরা আশশূরা, আয়াতঃ ১১, ১২

"আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রানী এমন নাই যে, তাহার রিয্‌ক আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত নয় আর তিনি জানেন যে, কোথায় তার সর্বশেষ অবস্থান এবং কোথায় তাহাকে রাখা হইবে; সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহ্‌ফুজে) রহিয়াছে" (১)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যেঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আর আল্লাহ্‌রই নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কেহই উহা অবগত নহে; এবং তাঁহার জ্ঞাতসার ব্যতিত কোন পাতা ঝরে না, আর কোন বীজ যমীনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তু ও পতিত হয় না; কিন্তু এই সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে" (২)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ঃ

---

(১) সূরা হুদ, আয়াতঃ ৬

(২) সূরা আল - আনআম, আয়াতঃ ৫৯

" إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " .

"নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামতের সংবাদ আল্লাহ্ তায়ালারই রহিয়াছে, এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তিনিই অবগত আছেন যাহা গর্ভাধারে রহিয়াছে; এবং কেহই জানেনা যে, সে আগামীকল্য কি কাজ করিবে; এবং কেহই জানেনা যে, সে কোন স্থানে মরিবে ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালাই (সেই) সমস্ত বিষয়ে অবগত (ও) অবহিত আছেন "(১)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই কথা বলিয়া থাকেন; এবং যখন যাহা যেই ভাবে ইচ্ছা তখন তাহা সেই ভাবেই বলিয়া থাকেন ঃ

" وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا " . আর আল্লাহ্ তায়ালা মূসার সহিত বিশেষ ধরণে কথা বলিয়াছেন"(২) ।

" وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ " .

---

(১) সূরা লোকমান, আয়াতঃ ৩৪

(২) সূরা আন নেসা, আয়াতঃ ১৬৪

“আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার প্রতিপালক তাঁহার সহিত বাক্যলাপ করিলেন” (১) ।

" وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا " .

“ আর আমি তাঁহাকে তূর পর্বতের ডানপার্শ্ব হইতে আহ্বান করিলাম, এবং আমি তত্বালোচনার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করিলাম ”(২) ।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে ঃ

" قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " .

“ আপনি বলিয়া দিন, যদি আমার রব্বের বাণীসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্র (এর পানি)কালি হয় , তবে আমার রব্বের বাণীসমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বেই সমূদ্র নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, যদি ও ঐ সমূদ্রের অনুরূপ আরও সমুদ্রকে (উহার) সাহায্যার্থে আনয়ন করি ”(৩) ।

---

(১) সূরা আল - আরাফ, আয়াত ঃ ১৪৩

(২) সূরা মারিয়াম, আয়াতঃ ৫২

(৩) সূরা আল - কাহাফ, আয়াতঃ ১০৯

" وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " .

"এবং সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি উহা সমস্তই কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত এইরূপ আরও সাতটি সমুদ্র (কালির স্থল) হয় , তবুও আল্লাহ্র (গুনাবলীর) বাক্য সমূহ সমাপ্ত হইবে না ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় "(১) ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, তাঁহার (আল্লাহ্র) বাণীসমূহ সংবাদের দিক হইতে পূর্ণ সত্য এবং আইন কানুনের দিক হইতে পরিপূর্ণ ইনসাফ সম্বলিত এবং বাচন ভঙ্গির দিক হইতে সম্পূর্ণ সুন্দর কথা । এইখানে আল্লাহ্ তায়ালা উহারই ঘোষনা দিয়াছেনঃ

" وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً " .

"আর আপনার রব্বের বাণী বাস্তবতা ও মধ্য পন্থার দিক দিয়া পূরিপূর্ণ "(২) ।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলিয়াছেনঃ

---

(১) সূরা লোকমান, আয়াতঃ ২৭

(২) সূরা আল আনআম, আয়াতঃ ১১৫

" وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا " .

"আর আল্লাহ্ তায়ালার চাইতে সত্যবাদী আর কে আছে ?" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল কুরআনুল কারীম নিঃসন্দেহে আল্লাহরই বানী, সত্য সত্যই তিনি নিজে বলিয়াছেন এবং উহা জিব্রাঈল (আঃ) এর প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন, অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) (আল্লাহ্র আদেশে) উহা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অন্তরে পৌছাইয়াছেন।

" قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُه بَشَرٌ لِسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ " .

"আপনি বলিয়া দিন যে, ইহা রূহুলক্বুদুস্ (জিব্রাঈল)আপনার পরওয়ারদিগারের (প্রতিপালকের) তরফ হইতে যথাযথভাবেই আনয়ন করিয়াছেন যেন, ঈমানদারদিগকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসলমানদের জন্য

(১) সূরা নেসা, আয়াতঃ ৮৭

হেদায়েত ও সুসংবাদ হয় । আর আমার জানা আছে যে, উহারা ইহাও বলে — তাঁহাকে তো মানুষেই শিক্ষা দিয়া থাকে; (আসলে) তাহারা (কাফেরগন) যাহার প্রতি এই শিক্ষা দেওয়ার ইঙ্গিত করে, তাহার ভাষা তো আরবী নয় অথচ এই কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ন "(১) ।

"وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ " .

"আর এই কুরআন সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অবতারিত। বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিব্রাঈল (আঃ) উহাকে লইয়া আসিয়াছেন। আপনার অন্তরে (পৌছাইয়াছেন) যেন, আপনি ভয় প্রদর্শনকারী (নবী - রাসূল)দের অন্তর্ভূক্ত হন। (উহা) পরিস্কার আরবী ভাষায় "(২) ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই আপন সত্তা ও গুনাবলীসহ স্বীয় সৃষ্টি জগতের উর্ধ্বে রহিয়াছে ; যে হেতু আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ঘোষনা

---

(১) সূরা আন্ - নাহল, আয়াতঃ ১০২ —১০৩

(২) সূরা আশ্শুয়ারা আয়াত ঃ ১৯২ - ১৯৫

করিয়াছেনঃ " وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ "
"তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান "(১)।
তিনি আরও বলিয়াছেনঃ
" وَهُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ " .
"আর আল্লাহ্ই স্বীয় বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান, পরাক্রান্ত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়,পূর্ণ অবহিত "(২)।
আমরা আরও বিশ্বাস করি যে,
" إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّموات وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ " .

"নিশ্চয়ই আল্লাহই হইতেছেন তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আসমান সমূহকে এবং যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়দিন পরিমিত কালে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অবস্থান করিলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করিয়া থাকেন "(৩)।
আল্লাহ্ তায়ালার আপন সত্তায় আরশের উপর অবস্থান শুধু তাঁহার জন্যই বিশেষায়িত, যাহা একমাত্র তাঁহারই

---

(১) সূরা আল- বাকারা, আয়াতঃ ২৫৫
(২) সূরা আল- আনআম, আয়াতঃ ১৮
(৩)সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৩

ও তাঁহার মহিমার জন্যই প্রযোজ্য। তাঁহার এই অবস্থানের স্বরূপ একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া আর কেহই অবগত নহে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা আরশের উপর অবস্থান করিয়াও আপন ইল্‌ম দ্বারা সৃষ্টির সাথে রহিয়াছেন এবং তাহাদের সকল হাল অবস্থা জ্ঞাত আছেন। তাহাদের কথা বার্তা শোনেন, কর্মকাণ্ড দেখেন, সকল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনাও সম্পাদনা করেন, ফকীরকে রিয্‌ক (আহার) দান করেন, বিকৃতকে সংস্কার করেন (অভাবীর অভাব মোচন করেন), যাহাকে ইচ্ছা বাদশাহী প্রদান করেন এবং যাহা হইতে ইচ্ছা করেন রাজ্য ছিনাইয়া লন, আর যাহাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা পরাভূত করেন, তাঁহারই হাতে রহিয়াছে সমস্ত কল্যাণ, নিশ্চয়ই তিনিই সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। আর এই যাহার অবস্থা (পজিশন) তিনি প্রকৃত পক্ষে স্বীয় আরশের উপর অবস্থান করিয়াও আপন জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির সাথে রহিয়াছেন।

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" .

"কোন কিছুই তাঁহার অনূরূপ নাই, আর তিনিই সর্ব

বিষয় শ্রবণকারী, দর্শনকারী " (১)।

আমরা ঐ জাহ্মিয়া সম্প্রদায়ের "হুলুলিয়া (২)"গ্রুপ ও অন্যান্যদের মত বলিনা যে, আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁহার সৃষ্টি জগতের সাথে রহিয়াছেন। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য ও বিশ্বাস হইল — যেই ব্যক্তি বলিবে ও বিশ্বাস করিবে যে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁহার সৃষ্টির সাথে রহিয়াছেন, সে কাফের অথবা পথভ্রষ্ট ; কেননা সে আল্লাহকে অসম্পূর্নতার গুনে গুনান্বিত করিয়াছে যাহা তাঁহার জন্য কোন ক্রমেই শোভা পায় না।

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশিত ঐ সুসংবাদে ও বিশ্বাসী যে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাত্রের শেষে প্রহরে - রাত্রের তিন ভাগের একভাগ থাকিতে পৃথিবীর আসমানে আসিয়া বলেন ঃ

---

(১) সূরা আশ্শুরা, আয়াতঃ ১১

(২) হুলুলিয়া গ্রুপ বা দলের বিশ্বাস হইল- আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টি জীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, ফলে মানুষ আর মা'বুদে কোন ভেদ নাই। সবার ভিতরে আল্লাহ মজুদ আছে। কাজেই যাহাকে তাহাকে সেজদা করা যাইবে বরং পীর, অলি, পাগল, মজজুব এরা সবাই আল্লাহ্ হইয়া ও পাগল বেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের ভিতরে বস্তু আছে। অনুবাদক

من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له .

"আস, কে আছ আমাকে ডাকিবে এখন ডাকো, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত, কে আমার কাছে চাইবে,এখন চাও, আমি তাহাকে দিতে আসিয়াছি,কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, এখন ক্ষমা চাও, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব"।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বান্দাদের মধ্যে শেষ বিচারের দিন চূড়ান্ত ফয়সালা করিতে আসিবেন।

আল্লাহ্ তায়ালা এই মর্মে বলিয়াছেনঃ

" كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى " .

"কখনও এইরূপ নহে, যখন যমীনকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। আর আপনার প্রতিপালক এবং দলে দলে ফেরেশতাগণ (হাশরের মাঠে)আগমন করিবেন। আর সেই দিন দোযখকে আনা হইবে। ঐ দিন মানুষ স্মরণ করিবে। কিন্তু এই স্মরণ তাহার কি

কাজে আসিবে ?" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা

" فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ "

"যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া ছাড়েন "(২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা দুইপ্রকারঃ (১) ইরাদা কাউনিয়্যাহ (২) ইরাদা শারইয়্যাহ।

ইরাদা কাউনিয়্যাহ্ ঃ এইরূপ ইরাদা দ্বারা আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়া উহা তাঁহার পছন্দীয় হওয়া জরুরী নহে । আর এইরূপ ইরাদার অর্থ " আল-মাশিয়াহ " বা ইচ্ছা পোষন করা। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেনঃ

" وَلَوشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ "

"আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিত না ; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন "(৩)।

" وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ

---

(১) সূরা আল — ফাজরি, আয়াতঃ ২১, ২২, ২৩

(২) সূরা আল বুরূজ, আয়াতঃ ১৫

(৩) সূরা আল বাকারা " ২৫৩

اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ " .

"আর আমার মঙ্গল কামনা (নছীহত) করা তোমাদের কাজে আসিতে পারে না, আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করিতে চাই না কেন যখন আল্লাহ্‌রই তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার ইচ্ছা হয় ; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক "(১)।

ইরাদা শারইয়্যাহ ঃ এইরূপ ইচ্ছাকৃত বিষয় সংঘটিত হওয়া জরুরী হয় না, তবে এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনীয় বিষয়ই সংঘঠিত হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

" وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ " .

"আর আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান"(২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালার ইরাদাতুন কাউনিয়্যাহ বা কাউনী ইচ্ছা ও ইরাদাতুন শারইয়্যাহ বা শারঈ ইচ্ছা উভয়টিই তাঁহার হেকমত অনুযায়ী। অতএব, আল্লাহ্ তায়ালা যত কিছুই তাঁহার কাউনী ইচ্ছা অথবা শারঈ ইচ্ছা প্রসূত ফায়সালা

---

(১) সূরা হুদ, আয়াতঃ ৩৪

(২) সূরা আন্ নেসা, আয়াতঃ ২৭

করিয়াছেন উহাতে নিশ্চয়ই কোন না কোন হেকমত রহিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি আর নাই পারি।

" أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ " .

"আল্লাহই কি সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন" (১) ? (অবশ্যই)।

" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " .

"আর মীমাংসাকার্যে আল্লাহর চাইতে কে উত্তম হইবে দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট" (২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার বন্ধুদিগকে(৩) ভালবাসেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসেন।

" قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ "

"আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসা রাখ, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন "(৪)।

" فَسَوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه " .

---

(১) সূরা আত্‌তীন, আয়াতঃ ৮

(২) সূরা আল- মায়েদাহ, আয়াতঃ ৫০

(৩) আল্লাহ্‌র বন্ধু অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় বান্দাগণ।

(৪) সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ৩১

"আল্লাহ্ তায়ালা সত্বরই এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে "(১)।

" وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ " .

"আর আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ধৈর্য ধারনকারী লোকদিগকে ভলিবাসেন "(২)।

" وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " .

"আর সুবিচার করিও , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায় বিচারকারীদিগকে ভালোবাসেন "(৩)।

" وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ " .

আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদিগকে "(৪)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি — যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্ বিধি সম্মত করিয়াছেন উহাতে তিনি সন্তুষ্ট। আর যে সকল কথা ও কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট ।

---

(১) সূরা আল- মায়েদাহ, আয়াতঃ ৫৪

(২) সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৬

(৩) সূরা আল হুজুরাতঃ ৯

(৪) সূরা আল বাকারাহ, আয়াতঃ ১৯৫

" إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ " .

"যদি তোমরা কুফরী কর, আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, আর তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না, আর যদি তোমরা শোকর কর তবে তিনি তোমাদের জন্য উহা পছন্দ করেন "(১)।

" وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ " .

"কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উত্থানকে না পছন্দ করিয়াছেন, এইজন্য তাহাদিগকে নিবৃত রাখিয়াছেন এবং এইরূপ বলিয়া দেওয়া হইল যে, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সঙ্গে বসিয়া থাক "(২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যাহারা ঈমান আনয়ন করেন ও সৎকাজ সমূহ করেন মহান আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه "

---

(১) সূরা আল জুমা জুমার, আয়াতঃ ৭

(২) সূরা আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৪৬

“আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন, আর তাহারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে ; ইহা সেই ব্যক্তির জন্য, যে নিজের রব্ব্কে ভয় করে ”(১) ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কাফের ও অন্যান্য যাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের শীকার হইবার যোগ্য তিনি তাহাদের প্রতি গোশ্বা হন ।

" وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا " .

“ আর আল্লাহ্ তায়ালা আযাব প্রদান করেন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদিগকে এবং মুশরেক পুরুষ ও মুশরিক নারীদিগকে, যাহারা আল্লাহ্ সম্মন্ধে কু- ধারণা রাখে ; তাহাদের উপর শোচনীয় সময় আসন্ন, আর আল্লাহ তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইবেন এবং তাহাদিগকে লা'নত (রহমত হইতে দূরীভূত) করিবেন এবং তাহাদের জন্য দোজখ প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ; আর উহা বড়ই নিকৃষ্ট আবাসস্থল” (২) ।

---

(১) সূরা আল্ বাইয়্যিনাহ্, আয়াতঃ ৮

(২) সূরা আল - ফাত্হ্, আয়াতঃ ৬

" وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

"কিন্তু হাঁ, যাহারা কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করিয়া দেয়,তাহাদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার গজব অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাদের ভীষণ শাস্তি হইবে"(১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা ও দয়া গুনে ভূষিত চেহারা রহিয়াছে।

" وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " .

"আর আপনার রব্বের চেহারাই অবশিষ্ট থাকিবে , যিনি মহত্ত্ব এবং দয়ার অধিপতি "(২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ তায়ালার মহৎ ও সম্মানিত দুইখানা হাত আছে।

" بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ " .

"বরং তাঁহার (আল্লাহর) তো উভয় হস্ত উন্মুক্ত, যেইরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন" (৩)।

---

(১) সূরা আন্‌নাহ্‌ল, আয়াতঃ ১০৬

(২) সূরা আর রহমান,আয়াতঃ ২৭

(৩) সূরা আল মায়েদাহ, আয়াতঃ ৬৪

" وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَـومَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ " .

" আর তাহারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নাই, আর ক্বিয়ামত-দিবসে সমগ্র যমীন তাঁহার মুঠের ভিতর থাকিবে এবং আসমান সমূহ তাঁহার দক্ষিন হস্তে গুটানো থাকিবে, তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে "(১) ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালার সত্যসত্যই দুটি চক্ষু আছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেনঃ " وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا " .

"আর তুমি আমার চক্ষুর সামনে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ করিয়া লও "(২) ।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বলিয়াছেনঃ

" حجابه النور لو كشفه لأحرق سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " .

---

(১) সূরা আর যুমার, আয়াতঃ ৬৭

(২) সূরা হুদ, আয়াতঃ ৩৭

" তাঁহার (আল্লাহ্) পর্দা হইল নূর (আলো), যদি তিনি উহা উন্মোচন করেন তাহা হইলে তাঁহার চেহারার নূরের জ্যোতি তাঁহার দৃষ্টির আওতায় সৃষ্টির যাহা কিছু পড়িবে উহাকে পুড়াইয়া ভষ্ম করিয়া ফেলিবে" ।

আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল- জামাতের (উলামা) লোকগণ এই সত্বে ঐক্যমতে পৌঁছিয়াছেন যে, চক্ষু হলো দুটি। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাজ্জাল সম্পর্কিত কথাও উপরোক্ত ঐক্যমতকে মজবুত করে ঃ

" إنه أعور وإنّ ربكم ليس بأعور " .

নিশ্চয়ই সে (দাজ্জাল) কানা (এক চোখ অন্ধ) আর তোমাদের প্রতিপালক কিন্তু কানা নহেন।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যেঃ

" لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ " .

"তাঁহাকে (আল্লাহকে) কাহারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করিতে পারেনা, অথচ তিনি (আল্লাহ) সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন , এবং তিনিই অতিশয় সূক্ষ্মদশী, সর্বজ্ঞ" (১)।

---

(১) সূরা আল আনআম, আয়াতঃ ১০৩

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, মুমিনগণ তাহাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখিতে পাইবে।

" وُجُوهٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ " .

" বহু মুখমণ্ডল সেইদিন উজ্জল হইবে (এবং) স্বীয় রব্বের দিকে তাকাইয়া থাকিবে " (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই পরিপূর্ণ গুনাবলী রহিয়াছেন, ফলে তাঁহার অনুরূপ আর কিছুই নাই।

" لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ " .

"কোন কিছুই তাঁহার অনুরূপ নাই , আর তিনিই সর্ব বিষয় শ্রবণকারী দর্শণকারী "(২)।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যেঃ

" لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ " .

"না তন্দ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে, আর না নিদ্রা" (৩)। যেহেতু তিনিই চিরঞ্জীব ও সংরক্ষণকারী।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি পূর্ণ ইনসাফকারী বিধায় কাহারও প্রতি এতটুকুও জুলুম করেন না।

---

(১) সূরা আল কিয়ামাহ, আয়াতঃ ২২, ২৩

(২) সূরা আশশূরা, আয়াতঃ ১১

(৩) সূরা আল বাকারা, আয়াতঃ ২৫৫

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, সব কিছুকে তিনি (আল্লাহ্) স্বীয় এলেম (জ্ঞান) দ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং সূক্ষ দৃষ্টিতেই রাখিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার বান্দাদের কোন কাজ কর্ম হইতে মোটেই উদাসীন নহেন।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যেঃ তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা থাকার ফলে পৃথিবী ও আসমান সমূহের কোন কিছুই তাহাকে অক্ষম করিতে পারে না।

" إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون "

" তিনি (আল্লাহ্) কোন কিছু সৃষ্টি করিতে চাহিলে তাঁহার নিয়ম হইল তিনি ঐ বস্তুকে বলেন হইয়া যা,আর অমনি উহা হইয়া যায় " (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, তাঁহার (আল্লাহ্) পূর্ণ শক্তি আছে বিধায় অক্ষমতা ও দুর্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

" وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ " .

"আর আমি আসমান সমূহ ও জমীনকে এবং এতদুভয়ের

(১) সূরা ইয়াসীন, আয়াতঃ ৮২

মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করে নাই" (১)।

(لغوب) অর্থ ক্লান্তি, অক্ষমতা ও আপারগতা।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা নিজের জন্য যে সব উত্তম ও গুনাবলী পছন্দ করিয়া নিদিষ্ট করিয়াছেন তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার (আল্লাহ) জন্য নিদিষ্ট করিয়াছেন তাহা সত্য। এতদসত্যে ও আমরা বড় ধরনের দুইটি বর্জনীয় বিষয় হইতে দূরে থাকি । উহা হইলঃ

التمثيل : আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুর উদাহরণ নির্ণয় করা বা আল্লাহকে কোন কিছুর অনুরূপ মনে করা অর্থাৎ অন্তরে বা মুখে বলা যে - আল্লাহ তায়ালার গুনাবলী সমূহ তাঁহার সৃষ্টি কুলের গুনাবলীর মতই।

التكييف : রকম নির্ণয় করা। অর্থাৎ মুখে বা অন্তরে বলা যে, আল্লাহর গুনাবলী এই রকম ঐ রকম ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিষয় আপন স্বত্তা হইতে নিষেধ করিয়াছেন অথবা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তাঁহার

---

(১) সরা কাফ, আয়াতঃ ৩৮

সত্তা হইতে বাদ দিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌র জন্য নহে । আর এইরূপ নিষেধ উক্তি উহার বিপরীত বিষয়টির পরিপূর্ণতাকে আবশ্যিক করিয়া তোলে। পাশাপাশি — আল্লাহ্‌ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয়ের বর্ণনা হইতে বিরত রহিয়াছেন, উহার আলোচনা হইতে আমরাও বিরত থাকিব।

আমাদের অভিমত হইল — এই তৌহিদী রাজপথেই চলা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিষয় নিজের বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন অথবা মহান পবিত্র আল্লাহ যাহা কিছু নিজের নহে বলিয়া জানাইয়াছেন উহা এমন একটি সংবাদ যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আপন সত্তা সম্পর্কে জানাইয়াছেন (উহা পূর্ণই সত্য)।

আমরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, তিনি উত্তম ও সত্যভাষী। অথচ বান্দাগণ তো আল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখিতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন অথবা বাদ দিয়াছেন তাহা কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতেই জানাইয়াছেন । আর প্রকৃত প্রস্তাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামই তাহার রব্ব্ (প্রতিপালক) সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আর তিনি সৃষ্টি কূলের মধ্যে সর্বোত্তম উপদেশ দানকারী ও হিতাকাংখী। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁহার রাসূলের বাণীতেই পূর্ণজ্ঞান রহিয়াছে, রহিয়াছে সততা ও বিশদ বর্ণনা। ফলে উহা প্রত্যাখ্যান করা অথবা (কমপক্ষে) উহা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করিবার কোন কারন নাই।

অনুচ্ছেদ

আল্লাহ্ তায়ালা যে সব গুনাবলী নিজের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আর যাহা স্বীয় সত্তা হইতে বাদ দিয়াছেন এবং উহা ইতিপূর্বে আমরা সংক্ষেপে হোক কিংবা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্র কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের উপরই নির্ভর করিয়াছি, যাহা অনুযায়ী এই জাতির পূর্বসূরী, তাহাদের উত্তর সুরী হেদায়েতের ইমামগণ চলিয়া গিয়াছেন, আমরা ও উহারই উপর চলমান।

এই সম্পর্কিত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বাণী সমূহকে মহামহিম আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষেত্রে যোগ্যরূপে উহার

প্রকৃত অর্থের উপর রাখাকে (পরিবর্তন- পরিবর্ধন না করিয়া বর্ণনা করা)ই আমরা ওয়াজিব মনে করি। এতদ্বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী সম্প্রদায় যাহারা উহাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর বর্ণিত অর্থ হইতে ঘুরাইয়া অর্থ গ্রহণ করে তাহাদের মত ও পথ হইতে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা।

ইহা ছাড়াও যাহারা আল্লাহ তায়ালার সকল গুনাবলী বাতিল (বিলুপ্তি) করিয়াছে এবং উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অর্থ বুঝাইয়াছেন তাহা বাতিল করিয়াছে তাহাদের সাথেও আমরা নাই।

আর যাহারা আল্লাহ তায়া'লার গুনাবলীর মধ্যে অতিরঞ্জন করিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয় ও উদাহরন স্থাপন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে আমরা তাহাদের সাথে ও নই। আল্লাহ তায়ালার গুনাবলীর মধ্যে অতিরঞ্জন করিয়া উহার স্বরূপ নির্নয় ও উদাহরণ স্বাপন করিতে যাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে আমরা তাহাদের সাথেও নই।

আমরা দৃঢ় ভাবে জানি যে, আল্লাহ্র মহাগ্রন্থ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হাদীসে যাহা কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে উহার সবটুকুই পূর্ণ সত্য।

একটির সহিত অন্যটির কোনই দ্বন্দ্ব নাই। এই সুবাদে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন ঃ

" أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا " .

"তবে কি তাহারা আল কুরআন সম্পর্কে গভীর মনঃ সংযোগে চিন্তা করে না ? প্রকৃতই ইহা যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত তবে ইহার মধ্যে তাহারা বহু বৈসাদৃশ্য পাইত "(১)।

যেহেতু সংবাদ সমূহের পরসপর বৈপরিত্ব মূলতঃ একটি অপরটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবেশিত সংবাদ সমূহের বেলায় উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এতদ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই দাবী করিবে যে আল্লাহ্ তায়ালা কিভাবে অথবা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসে (সুন্নাতে) অথবা উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধীতা বা অমিল রহিয়াছে ; তাহা হইলে এইরূপ দাবী নিছক অসদিচ্ছা প্রনোদিত ও অন্তরের বক্র

---

(১) সূরা আন্ নেসা, আয়াতঃ ৮২

চিন্তা প্রসূত দাবী বৈ নহে। তাহার অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালার সমীপে খাঁটি তওবা করা প্রয়োজন এবং এইরূপ ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া সরিয়া আসা উচিত।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার কিতাবের মধ্যে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের মধ্যে অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধীতা বা বৈসাদৃশ্যের মিথ্যা খেয়াল করিবে, উহা নিশ্চয়ই তাহার অপর্যাপ্ত জ্ঞান অথবা ত্রুটিপূর্ণ বুঝ বা চিন্তার দুর্বলতার ফলে হইয়া থাকিবে। সুতরাং সে যেন জ্ঞানান্বেষণ করে এবং সুস্থ্য চিন্তার ক্ষেত্রে মেহনত করে যাহাতে তাহার সামনে প্রকৃত সত্য বিষয়টি উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহার পরও যদি আসল সত্য বিষয়টি তাহার সামনে স্পষ্ট হইয়া দেখা না দেয়, তবে সে যেন তাহার ঐ বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানী বা আলেম ব্যক্তির নিকট উহা সোর্পদ করে এবং অহেতুক মিথ্যা কল্পনার জাল বুনা হইতে বিরত থাকে। সর্বোপরি " الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ " আররা- সিখূনা ফিল্ এল্মি বা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণের ন্যায় যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠেঃ

" آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا " .

"আমরা ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি সবই আমাদের

প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত" (১)।

ঐ সন্দেহ পোষণকারী যেন এই কথাও ভাল রূপে জানিয়া রাখে যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ ইহার কোনটির মধ্যেই বৈপরীত্য নাই, তাহা ছাড়াও উভয়ের মধ্যে পরস্পর কোন বৈসাদৃশ্যও নাই।

---

(১) সূরা আল- এমরান, আয়াতঃ ৭

অনুচ্ছেদ

আমরা মহান আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস করি যে, তাহারাঃ

" بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ " .

"বরং (তাঁহার ফেরেশতাগন) সম্মানিত বান্দা, তাহারা আল্লাহর আগে বাড়িয়া কথা বলিতে পারে না এবং তাঁহারই আদেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে" (১)।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেহেতু তাহারা আল্লাহরই ইবাদত করিতেছে এবং তাঁহারই আনুগত্য মানিয়া লইয়াছে।

" وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ " .

"আর যাহারা (ফেরেশতারা) তাঁর (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদতে অহংকার করে না, এবং অলসতাও করেনা এবং রাত দিন তাঁহারই তসবীহ্‌ করিতে ব্যস্ত থাকে ; একবিন্দুও থামে না" (২)।

---

(১) সূরা আল্‌ আম্বিয়া, আয়াতঃ ২৭

(২) সূরা আল্‌ আম্বিয়া, আয়াতঃ ১৯,২০

আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (ফেরেশতাদিগকে) আমাদের নিকট হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন ; ফলে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। আল্লাহ তায়ালা হয়ত বা তাঁহার কতক বান্দার জন্য ফেরেশতাদের আকৃতি প্রকাশ ও করিয়াছেন, যেমন— আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত জিব্রাঈলকে (আঃ) তাহার আসল রূপে দেখিয়াছেন— তাহার ছয়শত ডানা আসমানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ছাড়াও হযরত জিব্রাঈল (আঃ) একদা হযরত মরিয়মের সামনে একজন সুঠাম - দেহ পূর্ণ মানবাকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। মরিয়ম তখন জিব্রাঈল (আঃ) সম্বোধন করিয়া বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, আবার হযরত জিব্রাঈলও (আঃ) তাহার কথার জবাব দিয়াছিলেন। তেমনি ভাবে একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর সমীপে আসিয়া ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তখন অনেক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) এমন এক ব্যক্তির কায়া ধারণ করিয়াছিলেন যে, আশে পাশের কেউ তাহাকে চিনিলেন

ও না। আবার তাহার চেহারা - সূরতে, পোশাকে সফর বা ভ্রমনের ক্লান্তি বা মলিনতার চিহ্ন ও পরিলক্ষিত হইতে ছিলনা। তাহার (জিব্রাঈলের) গায়ে ছিল ধব্‌ধবে শুভ্র পোশাক, আর মাথায় ছিল ঘন কাল চুল। এইরূপ ঘন কালো কেশ ও ধব্‌ ধবে বেশ লইয়া কাহাকেও কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে বসিয়া পড়িলেন এবং তাহার দুইহাতের তালু তাঁহার দুইউরুর উপর রাখিয়া (অত্যন্ত আদবের সহিত) বসিলেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথোপকথন করিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার কথার জবাব দিলেন। আগন্তক (জিব্রাইল) চলিয়া যাইবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে বলিলেন যে, ইনিই হযরত জিব্রাঈল (আঃ)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, ফেরেশতাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী তাহাদের বিভিন্ন ধরণের কাজ-কর্ম রহিয়াছে। তন্মধ্যেঃ—

* হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওহি বহনের দায়িত্বে রহিয়াছেন। তিনি আল্লাহর নিকট হইতে ওহী লইয়া তাঁহার (আল্লাহ্) ইচ্ছা অনুযায়ী নবী - রাসূলগণের প্রতি

অবতীর্ণ হন।

* হযরত মীকাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি ও উদ্ভিদ বিষয়ক দায়িত্বে রহিয়াছেন।

* হযরত ইস্রাফীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জগতের প্রলয় ক্ষনে ও পুনরুত্থানের দিন (আল্লাহ্‌র আদেশে) শিংগায় ফুৎকার দিবার দায়িত্বে রহিয়াছেন।

* মালাকুলমউত (ফেরেশতা) সকল জীবের মৃত্যুর সময় উহার রূহ ক্বব্‌জ করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত।

* মালাকুলজেবাল, পাহাড়- পর্বত নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বে রহিয়াছেন।

* মালেক ফেরেশতা দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত।

* তাহা ছাড়াও বহুসংখ্যক ফেরেশতা মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণ প্রতিপালনের দায়িত্বে রহিয়াছেন।

* আরো বহু ফেরেশতা রহিয়াছেন আদম সন্তানদিগকে হেফাজতের জন্য।

* আরো কিছু ফেরেশতা রহিয়াছে মানুষের আমলনামা (প্রতিদিনের কার্যকলাপ)লিপিবদ্ধ করিবার দায়িত্বে। এই পর্যায়ে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুইজন করিয়া ফেরেশতা (কিরামান কাতেবীন) রহিয়াছে।

" عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " .

"(যাহারা) ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছেন। মানুষ কোন বাক্য মুখ হইতে বাহির করিবার মাত্রই তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তাহার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রহিয়াছে" (১)।

* অন্যান্যদের মধ্যে মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে রাখিবার পর তাহাকে প্রশ্ন করিবার জন্য দুইজন ফেরেশতা (মুনকার ও নাকির) নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাহারা মৃত ব্যক্তিকে তাহার রব্ব্ , দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন।

" يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ "

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার লোকদিগকে সেই মজবুত বাক্য (কলেমায় তায়্যেবা) এর উপর সুদৃঢ় রাখেন পার্থিব জীবনে এবং যালেমদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াদেন, আর আল্লাহ তায়ালা যাহা চাহেন (তাহাই) করেন" (২)।

---

(১) সূরা ক্বাফ,আয়াতঃ ১৭,২২
(২) সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ২৭

কিছু সংখ্যক ফেরেশতা বেহেশতবাসীদের বিষয়াদি নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

" وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ " .

“আর ফেরেশতাগণ তাহাদের (বেহেশ্‌ত বাসীদের) নিকট আগমন করিতে থাকিবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। (তাহারা বলিবে) তোমাদের সবরের কারনে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং তোমাদের শেষ পরিণতি কতইনা চমৎকার ”(১)।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বাইতুল মা'মূর’ আসমানে অবস্থিত। সেই গৃহে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া থাকে। হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে তাহারা নামাজ আদায় করিয়া থাকে। তাহারা পূর্ণবার আর কোন দিন ঐ গৃহে প্রবেশ করে না।

---

(১) সূরা আর রা'আদ, আয়াতঃ২৩, ২৪

অনুচ্ছেদ

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূলগণের (আলাইহিমুস্‌সালাম) প্রতি আসমানী কেতাব সমূহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন উহা জগৎ বাসীর হেদায়েতের জন্য বলিষ্ঠ প্রমান হইয়া থাকে এবং যাহারা ঐ সকল গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করিবে তাহাদের জন্য সঠিক পন্থা হইয়া যায়। আর নবী - রাসূলগণ যেন উহার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জ্ঞান দিতে ও তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পারেন।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাসূলের সাথেই কিতাব নাজিল করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন বলিয়াছেনঃ

" لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ " .

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে কিতাব ও মিজান (ইনসাফ করার নির্দেশ) কে অবতারণ করিয়াছি, যেন মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে' (১)।

---

(১)আলহাদীদ, আয়াতঃ ২৫

আসমানী গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা যে কয়খানার নাম জানি উহা ঃ—

* তাওরাত কিতাব যাহা আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহা বনীইস্রাঈলদের প্রতি সর্ব বৃহৎ গ্রন্থ।

" إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ " .

"আমি তাওরাত নাজিল করিয়াছিরাম, যাহাতে হেদায়েত এবং আলো ছিল, নবীগণ যাঁহারা আল্লাহ তায়ালার অনুগত নবীগণ, ইয়াহুদীদের দরবেশ ও পণ্ডিতগণ তদানুযায়ী ইয়াহুদীদিগকে আদেশ করিতেন কেননা তাহাদিগকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারাও উহা স্বীকার করিয়াছিল " (১)।

* ইঞ্জিল কিতাব — আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি নাজিল করিয়াছেন। উহা তাওরাত কিতাবকে

---

(১) সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ৪৪

সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, মূলত উহা ছিল তাওরাতেরই পরিপূরক।

" وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ " .

" এবং আমি তাহাকে ইঞ্জিল প্রদান করিয়াছি। যাহাতে হেদায়েত ও আলো ছিল এবং ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করিত আর ইহা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও নছীহত ছিল " (১)।

" وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "

" আর আমি এইজন্য আসিয়াছি যে, তোমাদের জন্য কতিপয় এমন বস্তুকে হালাল করিয়া দিব যাহা তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছিল " (২)।

* যাবূর কিতাব যাহা আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রতি নাজিল করিয়াছেন।

* হযরত ইব্রাহীম ও মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রতি অবতীর্ণ ছহীফাসমূহ।

---

(১) সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ৪৬

(২) সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৫০

* আল- কুরআন— যাহা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নাজিল করিয়াছেন।

" هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ " .

(এই কুরআন)" মানুষের জন্য হেদায়েত আর হেদায়েত প্রাপ্তি এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ " (১)।

" مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ " .

"(আর এই কিতাব) ইহার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সমস্ত কিতাবের সংরক্ষকও বটে " (২)।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্রগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করিয়া পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ রহিত করিয়াছেন এবং দুষ্টমতী লোকদের দুষ্টামী ও আসমানী কিতাবে রদবদলকারীদের ভ্রান্তি হইতে উহাকে (কুরআনকে) রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ " .

"আমিই কুরআন নাজিল করিয়াছি এবং আমিই উহার

---

(১) সূরা আল বাকারা, আয়াতঃ ১৮৫

(২) সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ৪৮

রক্ষক" (১)।

যেহেতু এই পবিত্র কুরআন শরীফ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সৃষ্টির জন্য (হেদায়েতের) দলিল হইয়া থাকিবে। অপর দিকে আল - কুরআনের পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থই সাময়িক ছিল, ফলে উহার পরে অবতীর্ণ কোন গ্রন্থ নাজিল হইয়া উহাকে "মানসুখ" বা রহিত ঘোষণা করিবা মাত্রই উহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইত। আর এই কিতাবখানি উহার পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে কি ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিত। যেহেতু ঐ সব গ্রন্থাবলী মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে রক্ষিত ছিলনা, তাই উহাতে রদ বদল, কমবেশী ও পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটিতে পারিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেনঃ

" مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ " .

"ইহুদীদের মধ্যে কিছুলোক (আল্লাহর) কালামকে (তাওরাত) উহার লক্ষ্য স্থান হইতে (শব্দ বা অর্থের দিক দিয়া) অন্যদিকে ঘুরাইয়া দেয় " (২)।

---

(১) সূরা আল হিজর, আয়াতঃ ৯

(২) সূরা আন নেসা, আয়াতঃ ৪৬

" فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ " .

" অতএব তাহাদের জন্য আফসোস যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে, অতঃপর বলেঃ ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ, উদ্দেশ্যে হইল ইহা দ্বারা সামান্য অর্থ উপার্জন করিতে পারে; অতএব তাহাদের নিজ হাতে লেখার জন্য তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, এবং তাহাদের প্রতি (আরও) আক্ষেপ তাহাদের উপার্জনের জন্য" (১)।

" قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكِتَابَ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوضِهِمْ يَلْعَبُونَ " .

"আপনি বলুন, সেই কিতাবটি কে নাজিল করিয়াছে ? যাহা মূসা নিয়া আসিয়াছিলেন যাহার অবস্থা এই যে, উহা নূর এবং মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক, যাহাকে তোমরা

---

(১) সূরা আল বাকারা, আয়াতঃ ৭৯

বিক্ষিপ্ত পত্রে রাখিয়া তাহার (কিছু) প্রকাশ করিয়াছ এবং অনেক বিষয় গোপন করিয়াছ, আর তোমাদিগকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহা তোমরাও জানিতেনা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও না ; আপনি বলিয়া দিনঃ আল্লাহ তাহা নাজিল করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ অনর্থক কর্মে লিপ্ত থাকিতে দিন" (১)।

" وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ " .

" আর নিশ্চয়ই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে যে, তাহারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ মনে কর , অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে যে ইহা আল্লাহর নিকট হইতে (প্রাপ্ত), অথচ ইহা আল্লাহর

---

(১) সূরা আল্ আনআম, আয়াতঃ ৯১

নিকট হইতে নহে আর তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহারা জানে কোন মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবুওয়্যত দান করিবার পরেও সে লোকদিগকে বলিবে তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমার বান্দা হইয়া যাও" (১) !

" يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ " .

" হে আহ্‌লি কিতাব (২)! তোমাদের নিকট আমার এই রাসূল আসিয়াছেন তোমরা কিতাবের যে সমস্ত বিষয় গোপন কর তিনি তন্মধ্য হইতে বহু বিষয় তোমাদের সন্মুখে পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করেন " (৩) ।

" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ المَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ " .

" নিঃসন্দেহে তাহারা কাফের, যাহারা বলে আল্লাহ

---

(১) সূরা আল - এমরান, আয়াতঃ ৭৮,৭৯

(২) আহলি কিতাব হইল ঐ সকল সম্প্রদায় যাহাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাজিল হইয়াছিল কুরআনের পূর্বে যেমন ইহুদী ও খৃষ্টান।

(৩) সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ১৫

স্বয়ং মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (১)।

অনুচ্ছেদ

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাহার সৃষ্টি জগতের প্রতি স্বীয় রাসূলগণকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা ও (দোযখের আযাবের) ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠাইয়াছেন।

" رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا " .

"তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয়প্রদর্শনকারী নবী করিয়া এইজন্য প্রেরণ করিয়াছি, যেন এই পয়গম্বরদের পর আল্লাহর সন্মুখে মানুষের নিকট কোন যুক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতেও) না থাকে। আর আল্লাহঃ পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়ই প্রজ্ঞাময়" (২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, রাসূলগণের সর্ব প্রথম ব্যক্তি হইলেন হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এবং সর্ব শেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---

(১) সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ১৭

(২) সূরা আন নেসা, আয়াত ঃ ১৬৫

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

"আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করিয়াছি যেমন প্রেরণ করিয়াছিলাম নূহের প্রতি এবং তাঁহার পরে অন্যান্য নবীগনের প্রতি "(১)।

" مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ " .

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর শেষ" (২)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, রাসূলগণের সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পরে হযরত ইব্রাহীম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর হযরত মূসা (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে নূহ এবং সর্ব শেষে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম।

আল্লাহ্‌র এই বাণীতে তাহাদের কথাই বর্ণিত হইয়াছে ঃ

" وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا " .

---

(১) সূরা আন নেসা, আয়াত ঃ ১৬৩

(২) সূরা আল আহযাব, আয়াতঃ ৪০

"আর আমি সমস্ত পয়গম্বর হইতে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম এবং আপনার নিকট হইতেও এবং নূহ,ইব্রাহীম , মূসা এবং মরিয়ামের পুত্র ঈসা হইতেও এবং আমি তাহাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছি" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত শরীয়ত ফজীলত ও সম্মানে ভূষিত অতীতের সকল রাসূলগণের সকল শরীয়তকেই অন্তর্ভূক্ত করিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ " .

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই নির্ধারিত করিয়াছেন নূহ্‌কে তিনি যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং যাহা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছি, আর আমি ইব্রাহিম, মূসা এবং ঈসাকে যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিও এবং ইহাতে

---

(১) সূরা আহ্‌যাব, আয়াতঃ ৭

কোন বিভেদ সৃষ্টি করিও না” (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, রাসূলগণ সকলেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষ। প্রতিপালক (রব্ব) হইবার মত কোন বিশেষণই তাহাদের নাই। রাসূলগণের সর্ব প্রথম ছিলেন হযরত নূহ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। হযরত নূহ সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন বলিয়াছেনঃ

" وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ " .

“আর আমি তোমাদিগকে এই কথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র সকল ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর না আমি গায়েবের কথা জানি আর না ইহা ও বলি যে আমি ফেরেশতা ”(২)।

* সর্ব শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা বলিতে নির্দেশ দিয়াছেনঃ

" لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّـهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ " .

---

(১) সূরা আশ্ শূরা, আয়াতঃ ১৩

(২) সূরা হূদ, আয়াতঃ ৩১

"(আপনি বলুন) আমি তোমাদিগকে এই কথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র সকল ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর না আমি গায়েব জানি, আর না আমি তোমাদিগকে এই কথাও বলি যে, আমি ফেরেশতা" (১)।

তিনি আরও আদেশ দিয়াছেন এই কথা বলিতে যে ঃ

" قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ " .

"আপনি বলিয়া দিন, আমি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিত না আমার নিজের জন্য কোন উপকারের ক্ষমতা রাখি, আর না কোন অপকারের "(২)।

* আল্লাহ্ আরও আদেশ দিয়াছেন যে তিনি (নবী) যেন এই কথা বলেন যে ঃ

" قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا " .

"আপনি বলিয়া দিন, আমি না তোমাদের কোন ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখি আর না কোন হিত সাধনের। আপনি বলিয়া দিন, আমাকে আল্লাহ হইতে না কেহ

---

(১) সূরা আল আনআম, আয়াতঃ ৫০

(২) সূরা আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৮৮

রক্ষা করিতে পারিবে, আর না তিনি ব্যতীত কাহারও নিকট আশ্রয় পাইতে পারি" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, রাসূলগণ সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার অন্যান্য বান্দাদের মতই বান্দা, তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে রিসালাত দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সাথে সাথে তাহাদিগকে বান্দা হইবার গুন দিয়া বান্দাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানও দিয়াছেন। ঐ সকল রাসূলগণের প্রশংসায় আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম রাসূল হযরত নূহ সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

" ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا " .

"হে তাহাদের বংশধর! যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত (নৌকায়) চড়াইয়াছিলাম, তিনি ছিলেন অতিশয় কৃতজ্ঞবান্দা" (২)।

* সর্ব শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেনঃ

" تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا " .

---

(১) সূরা আল্ জ্বিন, আয়াতঃ ২১, ২২
(২) সূরা বনি ইস্রাইল, আয়াতঃ ৩

"মহামহিমান্বিত সত্তা তাঁহার— যিনি এই মীমাংসার গ্রন্থটি স্বীয় বান্দার উপর নাজিল করিয়াছেন যেন তিনি সমগ্র পৃথিবী বাসীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন "(১)।

* অন্যান্য রাসূলগণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেনঃ

" وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ " .

"আর স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসাহাক ও ইয়াকুবকে যাঁহারা হাত বিশিষ্ট ও চক্ষুষ্মান ছিলেন" (২)।

" وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ " .

"এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন যিনি বড়ই শক্তিশালী ছিলেন এবং তিনি (আল্লাহ্‌র প্রতি) খুব মনোনিবেশকারী ছিলেন" (৩)।

" وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ " .

---

(১) সূরা আল ফোরকান, আয়াতঃ ১
(২) সূরা সোয়াদ, আয়াতঃ ৪৫
(৩) সূরা সোয়াদ, আয়াতঃ ১৭

“আর আমি দাউদকে (পুত্ররূপে) সুলাইমান দান করিয়াছি ; তিনি অতি ভাল বান্দা ছিলেন ; কেননা তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি অতিশয় মনোনিবেশকারী ছিলেন(১)” ।

* আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

" إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ " .

“ঈসা তো কেবল এমন একজন বান্দা যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে বনী ইস্‌রাইঈলদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম” (২) ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা জাতীর প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া রেসালাতের ক্রমধারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ

---

(১) সূরা সোয়াদ, আয়াতঃ ৩০

(২)সূরা আয্ যুখরূফ্, আয়াতঃ ৫৯

" قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " .

"আপনি বলিয়া দিন, হে মানব সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত (রাসূল), যাহার পূর্ণ আধিপত্য রহিয়াছে আসমানসমূহে এবং যমীনে, তিনি ভিন্ন কেহই ইবাদতের যোগ্য নহে, তিনিই জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং তাঁহার প্রেরীত উম্মী নবীর প্রতি, যিনি (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখেন, এবং তাঁহার অনুসরণ কর, যেন তোমরা (সৎ) পথ প্রাপ্ত হও" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়তই হইল সেই " দ্বীন ইসলাম" আল্লাহ যাহাকে তাঁহার বান্দাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

---

(১) সূরা আল আরাফ, আয়াতঃ ১৫৮

আমাদের আরও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তায়ালা কাহারও নিকট হইতে একমাত্র এই দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মই গ্রহণ করিবেন না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেনঃ

" إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ " .

" নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র (মনোনীত) দ্বীন বা জীবন বিধান " (১)।

" اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا " .

" আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (জীবন বিধান) কে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধানরূপে মনোনীত করিলাম" (২)।

" وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ " .

---

(১) সূরা আল ইমরান , আয়াতঃ ১৯
(২) সূরা আল মায়েদা , আয়াতঃ ৩

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম (অনুসরণের জন্য) অন্বেষণ করিবে, তবে উহা তাহার নিকট হইতে কক্ষনও গৃহীত হইবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইবে" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কেহ যদি মনে করে যে দ্বীন- ইসলাম ছাড়াও ইয়াহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছে আজও গৃহীত সত্য ধর্ম তবে সে কাফের। প্রথমে তাহাকে তওবা করিতে বলা হইবে। তওবা করিলে তো ভাল, অন্যথায় মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) বলিয়া তাহাকে হত্যা করিতে হইবে ; কেননা সে আল - কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত বিশ্বজনিন রিসালাতকে গ্রহণ করিল না, সে প্রকৃত প্রস্তাবে সকল রাসূলের রিসালাতকেই অমান্য করিয়াছে। এমন কি তাহার নিজের রাসূলকেও সে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যদিও সে মুখে মুখে এইরূপ মিথ্যা দাবী করিতেছে যে, সে তাহার নবীর প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁহার আদর্শের অনুসারী। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেনঃ

---

(১) সূরা আল ইমরান , আয়াতঃ ৮৫

" كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ "

"নূহ - সম্প্রদায় সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে"(১)।

এই আয়াতে দেখা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা নূহ সম্প্রদায়কে সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সাব্যস্ত করিয়াছেন , অথচ নূহের পূর্বে কোন রাসূলই ছিলেন না। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন এই সুবাদেও বলিতেছেনঃ

" إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ، وأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا " .

"যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের সহিত কুফরী করে এবং এইরূপ ইচ্ছা রাখে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে (ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) পার্থক্য করিবে এবং বলে, আমরা (পয়গম্বরদের) কতিপয়ের প্রতি ঈমান রাখি এবং কতিপয়কে অবিশ্বাস করি, আর এইরূপ ইচ্ছাও রাখে যে, এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করিবে। এইরূপ লোকেরা সুনিশ্চিত

---

(১) সূরা আশ শু আরা, আয়াতঃ ১০৫

কাফের, আর কাফেরদের জন্য আমি অপমান জনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি " (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর আর কোনই নবী রাসূল নাই। ইহা জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিবে, অথবা কেহ এইরূপ দাবী করিলে তাহার এই দাবীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে কাফের। কেননা এই উভয় শ্রেণীই মহান আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের 'এজমাকে' (সর্ব সম্মিলিত মত) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় খোলাফা-ই রাশেদীন (যোগ্য, ন্যায় পরায়ণ প্রতিনিধি) রাখিয়া গিয়াছেন। তাহারা তঁহার পরবর্তিতে উম্মতের জন্য এল্‌ম, দাওয়াত ও মুমিনদের উপর শাসন- কার্য চালাইবার যোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, ঐ সকল খলীফাগণের মধ্যে সর্বোত্তম এবং খেলাফতের জন্য সবচাইতে যোগ্য ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ),তাহার পরে

---

(১) সূরাআন্ নেসা আয়াতঃ ১৫০, ১৫১

হযরত ওমর (রাঃ) অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) এবং শেষে হযরত আলী (রাঃ), আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের প্রতিই সন্তুষ্টি হউন। এমনি ভাবেই পর্যায়ক্রমে খেলাফত কার্যে তাহাদের যোগ্যতা ছিল, যেমন তাহারাও নিজেরা ছিলেন মর্যাদার দিক হইতে বিন্যস্তশ্রেণী। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এমন নহে - তাঁহার তো মহা কৌশল- যে, সর্বোত্তম যুগে সর্বোত্তম ব্যক্তি বর্তমান থাকা সত্বেও শাসন কার্য চালাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিকে উহার ক্ষমতা প্রদান করিবেন। কথাটি আর একটু স্পষ্ট বলিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ সর্বোত্তম যুগে মানুষের মধ্যে অধিক ভাল এবং খেলাফতের জন্য অধিক যোগ্য ব্যক্তি বর্তমান থাকিতে তদপেক্ষা কম যোগ্য লোককে আল্লাহ্ তায়ালা খেলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত করিবেন ইহা তাঁহার নিয়ম নহে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, তাঁহাদের (খলিফা) মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তি কোন বিশেষ দিক দিয়া তাহার চাইতেও অধিক যোগ্য অধিক ব্যক্তিকে ছড়াইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাই বলিয়া নিরঙ্কুশভাবে অপর ব্যক্তির চাইতে একচেটিয়া বেশী যোগ্যতার দাবী করিতে পারেন না ; যেহেতু যোগ্যতার কারন অসংখ্য এবং উহা বিবিধ রকমও বটে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, এই উম্মত (শেষ নবীর) সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং আল্লাহ্‌র নিকট সব চাইতে প্রিয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেনঃ

" كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " .

" তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে মানব মণ্ডলীর (উভয় জগতের কল্যাণের) জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, (তোমাদের পরিচয়) তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ" (১)।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে ঃ এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হইতেছেন সাহাবায়ে কেরাম, অতঃপর তাহাদের অনুসারী তাবেঈগণ , তার পর তাবেঈগণের অনুসারী তাবে'তাবেঈগণ ।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, এই উত্তম জাতীর একদল লোক সদা-সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কেয়ামত পর্যন্ত কেহ তাহাদের বিরোধীতা করিয়া বা অপমান করিবার চেষ্টা করিয়াও কোন রূপ ক্ষতি করিতে

---

(১) সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১১০

পারিবে না।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে যে ফেতনা বাঁধিয়াছিল উহা নিছক ইজ্‌তেহাদী(১) ভূলবশতঃ ঘটিয়া ছিল। সুতরাং ঐ ইজতেহাদে যিনি সঠিক ছিলেন তাহার দ্বিগুন সওয়াব হইয়াছে, আর যিনি উহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই তাহার ইজতেহাদের জন্য একগুন সওয়াব হইয়াছে। আর তাহার ভূলও ক্ষমার যোগ্য।

আমরা মনে করি যে, তাহাদের (সাহাবা) ভালকর্ম এবং প্রশংসনীয় বিষয়গুলিই আমরা আলোচনা করিব, তাহাদের দোষ বর্ণনা হইতে বিরত থাকিব এবং তাহাদের কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণ হইতে আমাদের অন্তর সমূহকে পূতঃপবিত্র রাখিব।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল সাহাবা সম্পর্কেই ঘোষণা করিয়াছেনঃ

---

(১)"ইজতিহাদ"— সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা, কোন সমস্যা সমাধানে কুরআন, হাদীস ও এজমায় উহার জওয়াব পাওয়া না গেলে নিজের জ্ঞান ও সাধ্যানুযায়ী উহার সঠিক সিদ্ধান্ত সন্ধানে চেষ্টা করা। ঐ সিদ্ধান্ত সঠিক হইলে দ্বিগুণ সওয়াব,আর ভূল হইলে একগুণ সওয়াব পাওয়া যাইবে।

" لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى " .

"তোমার মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে তাহারা সমান নহে ; (বরং) তাহারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যাহারা (মক্কাবিজয়ের) পরে ব্যয় করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে ; আর আল্লাহ সকলকেই কল্যানের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছেন" (১)।

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে আমাদের সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

" وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ " .

"আর যাহারা (ইসলাম ধর্মে) তাহাদের (সাহাবা কেরামদের) পরে আসিয়াছে— তাহারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব্ব্! আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের

---

(১) সুরা আল হাদীদ, আয়াতঃ ১০

সেই ভাইদিগকেও ,যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে, এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়, হে আমাদের রব্ব্! আপনি বড় স্নেহশীল, করুণাময়" (১) ।

---

(১) সূরা হাশর, আয়াতঃ ১০

অনুচ্ছেদ

আমরা সর্বশেষ দিবস (কিয়ামত)এর প্রতি ঈমান রাখি যে, ঐ দিনের পর আর কোনই দিন নাই। উহা (কিয়ামতের দিন) সেই দিন যেই দিন মানব জাতিকে চির সুখ-সম্ভোগের স্থান বেহেশতে অথবা চিরকঠিন যন্ত্রনাদায়ক মহাশাস্তির স্থান দোযখে চিরস্থায়ী হইবার জন্য জীবিত অবস্থায় (কবর হইতে) উঠানো হইবে।

সুতরাং আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। পুনরুত্থান হইল ঃ— আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুক দিবেন, এবং আল্লাহ তায়ালা সকল মৃতপ্রাণীকে পুনর্জীবিত করিবেন।

" وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ " .

''আর (কিয়ামতের দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আসমান সমূহ ও যমীনের অধিবাসীগণ হতজ্ঞান হইয়া পড়িবে ; কিন্তু আল্লাহ যাহাকে চাহেন (সে উহা হইতে রক্ষা পাইবে), অতঃপর উহাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হইবে তৎক্ষণই সকলে

দাঁড়াইয়া যাইবে এবং চতুর্দিকে দেখিতে থাকিবে (১)।

ফলে লোকেরা তাহাদের কবর হইতে নগ্নপদ, উলঙ্গ ও খাৎনা বিহীন অবস্থায় উঠিয়া আসিবে।

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ، إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

"আমি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেইরূপে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেইরূপে উহারকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিব; ইহা আমার অবশ্যপালনীয় ওয়াদা ; আমি অবশ্যই (পুরা) করিব "(২)।

আমরা বিশ্বাস করি যে, " আমলনামা" হয় ডান হাতে আর না হয় (গুনাহগার হইলে) পিছন দিক হইতে বাম হাতে দেওয়া হইবে।

" فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا . وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا . وَيَصْلَى سَعِيرًا " .

"অনন্তর যাহার আমলনামা তাহার দক্ষিন হস্তে প্রদত্ত হইবে , তবে তাহা হইতে সহজ হিসাব লওয়া হইবে

---

(১) সূরা আয যুমার, আয়াতঃ ৬৮
(২) সূরা আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০৪

এবং সে তাহার পরিজনের নিকট সানন্দে ফিরিয়া আসিবে ; আর যাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রদত্ত হইবে। ফলতঃ সে মৃত্যুকে ডাকিতে থাকিবে এবং দোজখে প্রবেশ করিবে "(১)।

" وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا . اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا "

"আর আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়া রাখিয়াছি, এবং কিয়ামতের দিন তাহার আমল- নামা তাহার জন্য বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিব, যাহা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখিয়া লইবে। (বলা হইবে) তোমার আমল- নামা পাঠ কর, আজ তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে তুমি নিজেই যথেষ্ট" (২)।

আমরা পাপ পূণ্য ওজনের জন্য মীজানসমূহে বিশ্বাস করি। উহা কিয়ামতের দিন দাঁড় করা হইবে যেন কাহারও প্রতি বিন্দু - বিসর্গ পরিমান জুলুমও না করা হয়।

---

(১) সূরা ইনশিকাক, আয়াতঃ ৬, ১২

(২) সূরা বনি ইস্রাঈল, আযাতঃ ১৩, ১৪

" فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " .

" অনন্তর যেই ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অনু পরিমাণ নেক কাজ করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে ; আর যেই ব্যক্তি অনু পরিমাণ বদকাজ করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে" (১)।

" فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ".

"অতঃপর যাহাদের পালাভারী হইবে, এমন সব লোক সফলকাম হইবে। আর যাহাদের পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারা সেই সকল লোক হইবে যাহারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করিয়াছে এবং অনন্তকাল দোজখে থাকিবে। অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডল ঝল্‌সাইয়া দিবে এবং উহাতে তাহাদের মুখাকৃতি বিকৃত হইয়া যাইবে" (২)।

" مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ " .

---

(১) সূরা আল যিল্‌যাল্‌, আয়াতঃ ৭,৮
(২) সূরা আল মুমিনূন, আয়াতঃ ১০২, ১০৪

" যে ব্যক্তি নেক কাজ সম্পাদন করিবে সে উহার দশগুন(পুরস্কার) পাইবে আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করিবে সে তাহার কর্ম পরিমাণই শাস্তি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের প্রতি যুল্ম করা হইবে না" (১)।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহা সুপারিশ (শাফাআত) একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি আল্লাহ্‌র সমীপে আল্লাহ্‌রই আদেশ ক্রমে তাঁহার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করিবার জন্য বড় সুপারিশ করিবেন। কিয়ামতের দিন যখন তাহারা (গুনাহ্‌গারগণ) এমন ঘোর বিপদ ও চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িবে যে, উহা তাহাদের সহ্য শক্তির সীমা ছাড়াইয়া যাইবে। তখন তাহারা প্রথমে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর কাছে যহিবে (ও সুপারিশের জন্য অনুরোধ করিবে, তিনি ইহাতে অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন)। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম এবং ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম, তাঁহার পরে মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস্ সালাম এর কাছে সুপারিশের জন্য যাইবে (সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন) সর্বশেষে তাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

---

(১) সূরা আল আনআম, আয়াতঃ ১৬০

কাছে গেলে তিনি শাফায়াত করিবেন।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, মুমিনদের মধ্যে যাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে এবং পরে উহা হইতে বাহির হইবে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবী ও মুমিনগণ এবং ফেরেশতাগণ ও শাফায়াত করিবেন।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, মুমিনদের বহু দলকে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আপন রহমতে দয়া ও মেহের বানীতে কাহারও কোন সুপারিশ ছাড়াই দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাউজ-ই কাউসারের প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করি যে, উহার পানি দুধের চাইতেও সাদা, মধুর চাইতেও মিষ্টি এবং মৃগনাভী কস্তুরীর চাইতেও সুঘ্রাণ। উহার দৈর্ঘ একমাসের রাস্তা প্রস্থও একমাসের রাস্তা। উহার পান পাত্রগুলি সংখ্যায় ও সৌন্দর্য্যে আকাশের নক্ষত্ররাজিসম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের মধ্য হইতে মুমিনগণ ঐ পবিত্র সরোবর হইতে পানি পান করিবেন। যে ব্যক্তি উহা হইতে একবার পান করিবে সে পরে আর কভু তৃষ্ণা বোধ করিবেনা।

আমরা বিশ্বাস পোষণ করি যে, জাহান্নামের

(দোযখের) উপর দিয়া পুলসেরাত প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তাহাদের স্ব স্ব আমল (কৃতকর্ম) অনুযায়ী উহার উপর দিয়া পার হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদের প্রথম স্তরের লোকগণ বিজলীর গতিতে এক পলকে পার হইয়া যাইবে। আবার অনেকে প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন বাতাসের ন্যায় পার হইয়া যাইবে। আবার কেহ্ বা পাখীর ন্যায় দ্রুত, আবার অনেকে শক্তিশালী যুবকের দৌড়ের গতিতে পুলসেরাত অতিক্রম করিবে। আর (এহেন কঠিন সময়ে) আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুল সেরাতের উপর দাঁড়াইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে থাকিবেনঃ

يا ربِّ سلِّمْ سلِّمْ

"ইয়া রাব্বি সাল্লেম সাল্লেম" হে রব্ব, প্রতিপালক! শান্তি দাও, শান্তি দাও!

বান্দাদের অনেকের আমল (কৃতকর্ম) তাহাকে পুল সেরাত পার করিতে অক্ষম থাকিবে, ফলে অনেকে হামাগুড়ি দিয়া পুল সেরাত পার হইবে। পুল সেরাতের দুইপার্শ্বে আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত অসংখ্য " কালালীব" (বড়শির মত কাঁটা) প্রস্তুত অবস্থায় ঝুলিতে থাকিবে। যাহাকে আট্কাইবার আদেশ পাইবে তাহাকেই তৎক্ষনাত আটকাইয়া ফেলিবে। ফলে কেউ কেউ আঁচড়

খাইয়াও কোন মতে রক্ষা পাইবে, আবার অনেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দোযখের কঠিন আগুনের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

ঐ ভয়ঙ্কর দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যে সকল ভয়, বিপদ ও শাস্তির বর্ণনা আসিয়াছে আমরা উহার সবকিছুই বিশ্বাস করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ঐ সকল বিপদ - আপদে সাহায্য করুন।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশত বাসীদের বেহেশতে প্রবেশের জন্য শাফায়াত করিবেন। এই শাফায়াত শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যই নির্দিষ্ট।

আমরা বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করি। বেহেশত তো নেয়ামতের আধার। আল্লাহ উহাকে মুমিন মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে এমন সব নেয়ামত রহিয়াছে যাহা না কোন চোখ দেখিতে পাইয়াছে আর না কোন কান (উহার বর্ণনা) শুনিয়াছে, আর না কোন অন্তরেও উহার খেয়াল উদয় হইয়াছে।

" فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون " .

"অতএব, কাহারও জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কতকিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে, ইহা তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে" (১)।

অপর দিকে অগ্নি (জাহান্নাম) সে তো আযাবের স্থল আল্লাহ তায়ালা যাহা কাফের ও অত্যাচারীদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে এমন সব আযাব ও শাস্তি রহিয়াছে যাহা অন্তরে কল্পনা করাও দুষ্কর।

" إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا".

" নিশ্চয় আমি এইরূপ অনাচারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার আবরণী তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে ; আর যদি তাহারা (পিপাসায়) ফরীয়াদ করে, তবে এমন পানি দ্বারা তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে যাহা তৈলের গাদের ন্যায় হইবে এবং মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করিবে, উহা কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় হইবে ; এবং সেই দোযখও কতইনা নিকৃষ্ট স্থান হইবে" (২)।

---

(১) সূরা আস সেজদাহ, আয়াতঃ ১৭

(২) সূরা আল কাহাফ, আয়াতঃ ২৯

ঐ বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর কোন দিন উহা বিলীনও হইবেনা।

" وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ رِزْقًا "

" আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে এবং সৎকাজ করিবে, আল্লাহ তাহাকে (বেহেশতের) এমন উদ্যান সমূহে প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নদী সমূহ প্রবাহিত হইবে, সেখানে তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাকে উত্তম জীবিকা দান করিয়াছেন" (১)।

" إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا . يَومَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ " .

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদিগকে রহমত হইতে দূরে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের জন্য দহনকারী অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে, না তাহারা কোন বন্ধু পাইবে, আর না

(১) সূরা আত তাহরীম, আয়াতঃ ১১

কোন সাহায্যকারী। যেই দিন দোযখে তাহাদের চেহারা ওলট - পালট করা হইবে (তখন) বলিতে থাকিবে, হায়! যদি আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য করিতাম, এবং রাসূলের অনুগত হইতাম" (১)।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীস শরীফ যাহাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া অথবা সাধারণ বর্ণনায় "বেহেশতী" বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছ আমরাও তাহাদিগকে বেহেশতী বলিয়া সাক্ষ্য দিয়া থাকি।

* নির্দিষ্ট করিয়া সাক্ষ্য দেওয়া যেমন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) প্রমুখদের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া বেহেশতী বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন।

* সাধারণ বর্ণনায় যেমন প্রত্যেক মুমিন অথবা মুত্তাক্বীকে বেহেশতী বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করা।

* আল - কুরআন ও হাদীস শরীফে যাহাদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করিয়া অথবা সাধারণ বর্ণনায় দোযখী বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে আমরাও তাহাদিগকে দোযখী বলিয়া সাক্ষ্য দেই।

---

(১) সূরা আল্ আহযাব . আয়াতঃ ৬৬

* নির্দিষ্ট করিয়া সাক্ষী দেওয়া যেমন আবু লাহাব, আমর বিন লুহাই আল্ খুজাঈ প্রমুখদের বেলায়।

* আর সাধারণ বর্ণনায় যেমন প্রতিটি কাফের, মুশরিক অথবা মুনাফিকদের বেলায় , যাহাদিগকে দোযখী বলা হইয়াছে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে তাহার রব্ব (প্রতিপালক), দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে।

" يُثَبِّتُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ " .

"আর আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার লোকদিগকে সেই দৃঢ়বাক্য (কালেমায়ে তায়্যেবা) এর দরুন সুদৃঢ় রাখেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে" (১)।

* ঐ ছওয়াল - জওয়াবের সময় মুমিন ব্যক্তি ঐ তিনটি প্রশ্নের জওয়াবে বলিবেঃ

رَبِّي اللَّهُ وديني الإسلامُ ونبيِّي محمَّد .

আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন হইল ইসলাম, এবং আমার নবী হইলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(১) সূরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ২৭

ওয়া সাল্লাম।
অপর দিকে কাফের ও মুনাফিক ব্যক্তি ঐ তিনটি প্রশ্নের সময় বলিবে ঃ

لا أدري سمعتُ الناسَ يقولون شيئاً فقلتُه

আমি কিছু জানিনা, মানুষকে বলতে শুনিয়াছি আর তাহাই বলিয়াছি।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কবরে মুমিনদের জন্য নাজ নেয়ামত প্রস্তুত রহিয়াছে।

" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " .

"ফেরেশতাগণ যাহাদের প্রান এই অবস্থায় বাহির করে যে, তাহারা (শিরক হইতে) পবিত্র থাকে এবং বলিবে 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক' তোমারা বেহেশতে চলিয়া যাও, নিজেদের আমলের দরুন" (১)।
আমরা কবরে কাফের যালেমদের আযাব হইবে ইহাও বিশ্বাস করি।

" وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوتِ وَالْمَلَائِكَةُ

---

(১) সূরা আন নাহল, আয়াতঃ ৩২

بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، اليَـومَ تَجْـزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ " .

" আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন যখন এই যালিমরা মৃত্যু - যন্ত্রণায় (অভিভূত) হইবে এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিবে (এবং বলিবে) নিজেদের প্রানগুলি বাহির কর, আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে এই কারনে যে, তোমারা আল্লাহর আয়াতসমূহ (কবুল করা) হইতে অহংকার করিতে" (১)।

এই সম্পর্কে জানা - শোনা বহু হাদীস আসিয়াছে, সুতরাং গায়েবী (অদৃশ্যের) এই সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে যে সব বর্ণনা আসিয়াছে তাহার সবগুলির প্রতিই প্রত্যেকটি মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস করা প্রয়োজন। আর এই পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী এই সব চাক্‌চিক্য পূর্ণ জিনিষ দেখিয়া আখেরাতের বিষয়াদির বর্ণনার বিরোধীতা বা অস্বীকার করা মুমিনের জন্য অনুচিৎ। যেহেতু ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর স্বল্প মেয়াদী এই

---

(১) সূরা আল আনআম, আয়াতঃ ৯৩

সকল বিষয়ের সাহিত পরকালীন বিষয়াদির কোন তুলনাই করা যায়না, কেননা, এতদুভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌ই সাহায্যকারী।

অনুচ্ছেদ

আমরা তাকদীরের ভাল - মন্দের উপর বিশ্বাস রাখি। ' তাকদীর ' হইলঃ আল্লাহ তায়ালার পূর্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের ভূত - ভবিষ্যৎ নির্নয় করন। এই তাকদীরের চারটি স্তর রহিয়াছেঃ

(১) প্রথমতঃ "العلم" জ্ঞান

আল্লাহ্ তায়ালা সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাতো জানেনই, যাহা হইবে তাহাও জানেন এবং 'ইলম-ই আজালী আবাদী' বা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জ্ঞান দ্বারা কিভাবে কি হইবে তাহাও জানেন। সুতরাং কোন কিছু অজানার পর নতুন করিয়া (আল্লাহ্‌র) জ্ঞান হয়, এমন নহে। আর জানিবার পর উহা ভূলিয়া যাইবেন, তাহাও নহে।

(২) দ্বিতীয়তঃ " الكتابة " লিপিবদ্ধকরনঃ

আমরা বিশ্বাস পোষণ করি যে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা সবই আল্লাহ্ তায়ালা 'লওহ্-মাহ্ফুজ' সুরক্ষিত ফলকে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

" أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ " .

" তোমার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুই অবগত আছেন যাহা কিছু আসমান ও যমীনে আছে ; নিশ্চয় ইহা কিতাবে (১) (লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে ; নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহর পক্ষে (খুবই) সহজ" (২)।

(৩) তৃতীয়তঃ " المشيئة " ইচ্ছাঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, আসমান সমূহ ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত কোন কিছুই হয়না। তিনি যাহা করিতে চান তাহাই হয়, আর যাহা চান না তাহা হয়না।

---

(১) 'কিতাব' দ্বারা লওহ্মাহ্ফুজ বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মনে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন - অনুবাদক

(২) সূরা আল হজ্জ্ব, আয়াতঃ ৭০

(৪) চতুর্থতঃ "الخلق" সৃষ্টিঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকল কিছুর স্রষ্টা ।

" اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ " .

" আল্লাহ তায়ালাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণা বেক্ষণকারী। আর আসমান ও জমীনের কুঞ্জী সমূহ তাহারই অধিকারে রহিয়াছে" (১) ।

তাকদীরের এই চারটি স্তর যাহা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ হইতে হয় তাহা এবং বান্দাদের পক্ষ হইতেও যাহা হয় এই উভয়কেই সংশ্লীষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং , বান্দাগণ যে সকল কাজ করে, কথা বলে অথবা উহা পরিত্যাগ করে (কথা ও কাজ) এই সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং এইগুলি তাঁহার নিকটে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা উহা করিতে চাহিয়াছেন তাই সৃষ্টি করিয়াছেন।

---

(১) সূরা আয যুমার, আয়াতঃ ৬২, ৬৩

পারিবে না।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে যে ফেতনা বাঁধিয়াছিল উহা নিছক ইজ্‌তেহাদী(১) ভূলবশতঃ ঘটিয়া ছিল। সুতরাং ঐ ইজতেহাদে যিনি সঠিক ছিলেন তাহার দ্বিগুন সওয়াব হইয়াছে, আর যিনি উহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই তাহার ইজতেহাদের জন্য একগুন সওয়াব হইয়াছে। আর তাহার ভূলও ক্ষমার যোগ্য।

আমরা মনে করি যে, তাহাদের (সাহাবা) ভালকর্ম এবং প্রশংসনীয় বিষয়গুলিই আমরা আলোচনা করিব, তাহাদের দোষ বর্ণনা হইতে বিরত থাকিব এবং তাহাদের কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণ হইতে আমাদের অন্তর সমূহকে পূতঃপবিত্র রাখিব।

যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সকল সাহাবা সম্পর্কেই ঘোষণা করিয়াছেনঃ

---

(১)"ইজতিহাদ"— সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা, কোন সমস্যা সমাধানে কুরআন, হাদীস ও এজমায় উহার জওয়াব পাওয়া না গেলে নিজের জ্ঞান ও সাধ্যানুযায়ী উহার সঠিক সিদ্ধান্ত সন্ধানে চেষ্টা করা। ঐ সিদ্ধান্ত সঠিক হইলে দ্বিগুণ সওয়াব,আর ভূল হইলে একগুণ সওয়াব পাওয়া যাইবে।

সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (১)।

কিন্তু আমাদের উপরোক্ত বিশ্বাসের সাথে আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তায়ালা আপন বান্দাকে কর্ম- শক্তি ও ইচ্ছা দিয়াছেন- যাহা দ্বারা কাজ সংঘটিত হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিতে যে কাজ সংঘটিত হয় এই ব্যাপারে বহুবিধ প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় যেমনঃ

* ১মঃ আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি দিয়া বলিয়াছেনঃ " فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " .

"সুতরাং তোমরা নিজ নিজ শষ্যক্ষেত্রে আগমন কর যেদিক দিয়া ইচ্ছা" (২)।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলিয়াছেনঃ

" وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً " .

" আর যদি তাহারা (যুদ্ধে) যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিত, তবে উহার কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করিত" (৩)।

আল্লাহ্ তায়ালার এই বাণীটি ব্যক্তির ইচ্ছা, এখতিয়ার ও কাজের প্রস্তুতি গ্রহণের শক্তি আছে বলিয়া প্রমাণ করে।

---

(১) সূরা আস্ সাফ্ফাত, আয়াতঃ ৯৬

(২) সূরা আল্ বাকারা , আয়াতঃ ২২৩

(৩) সূরা আত্ তাওবাহ্, আয়াতঃ ৪৬

* ২য়ঃ বান্দাকে আদেশ ও নিষেধ করিবার দায়িত্ব দেওয়াঃ

যদি বান্দার কোন ইচ্ছা, শক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ারই না থাকে, তাহা হইলে এই রূপ দায়িত্ব দেওয়া হইবে বান্দার সামর্থের উর্ধে। আর তখন উহা হইবে এমন আদেশ (বা দায়িত্ব) যাহা আল্লাহর হেকমত, রহমত এবং তিনি যে সত্য সংবাদ দান করিয়াছেন উহার বিপরীত। আর এই সত্য সংবাদটি হইল আল্লাহ তায়ালার ভাষায় ঃ

" لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا " .

" আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও তাহার সাধ্যের বাহিরে নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না" (১)।

* ৩য়ঃ সৎকর্মশীলের প্রশংসা এবং অসৎকর্মকারী ব্যক্তির (কুকর্মের জন্য) নিন্দা করা ও তাহাদের উভয়ের কার্যানুযায়ী প্রতিফল প্রদান করা।

অতএব, যদি বান্দার স্বাধীনতা ও ইচ্ছানুযায়ীই কাজ না হইত, তবে ভাল কাজ করিলে উহার জন্য প্রশংসা এবং মন্দ কাজের জন্য দুষ্টলোককে শাস্তি প্রদান করা নিরর্থক

---

(১) সূরা আল বাকারা, আয়াতঃ ২৮৬

যুল্‌ম হইত। অথচ আল্লাহ্‌ তায়ালা অনর্থক কাজ ও যুল্‌ম হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

* ৪র্থঃ আল্লাহ্‌ তায়ালা রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেনঃ

" مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ " .

" তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয়প্রদর্শনকারী করিয়া এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যেন এই রাসূলগণের পর আল্লাহ্‌র সম্মুখে মানুষের নিকট কোন ওজর (বাহ্যিক দৃষ্টিতেও) বাকি না থাকে (১)।

যদি বান্দার কাজকর্ম তাহার নিজের এরাদা ও স্বাধীনতা অনুযায়ী না হইত তবে রাসূলগণকে পাঠাইবার দ্বারা বান্দার দাবী বা হেদায়েতের পথে না চলার পক্ষে দলিল প্রমান পণ্ড হইত না।

* ৫মঃ প্রত্যেকটি কাজের কর্তাই এইরূপ অনুভব করে যে, কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সে স্বেচ্ছায় কাজ সম্পাদন করে অথবা করে না। তাই সে উঠে, বসে, ঘরে যায়, বাহির হয়, বস্তিতে অবস্থান করে অথবা ভ্রমন করে,

---

(১) সূরা আন্‌ নেসা, আয়াতঃ ১৬৫

এই সবই সে তাহার আপন ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে সে কাহারও পক্ষ হইতে কোন রূপ জোর - যবরদস্তি বা চাপ অনুভব করে না, বরং সে নিজের পছন্দমত কাজ ও অন্যের চাপের মুখে কাজ করিবার মধ্যে বাস্তব পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে শরীয়তও এই দুই রকম কাজের মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত পার্থক্য রাখিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র হকের আওতাভূক্ত কোন কাজ কেহ অন্যের হুমকি-ধমকি বা চাপের মুখে বাধ্য হইয়া করিয়া ফেলিলে তাহাকে পাকড়াও করা হইবে না।

আমাদের বিশ্বাস— " আল্লাহ আমার ভাগ্যে লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমি অমুক অমুক পাপ করিয়াছি" পাপী ব্যক্তির এই দাবী গ্রহণ করা হইবে না ; কেননা পাপচারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতই পাপের পথে পা বাড়ায়, অথচ সে জানে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য ঐ পাপ কাজটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা! যেহেতু তাকদীরের বিষয়টি ঘটিয়া যাইবার পূর্বপর্যন্ত কেহই উহা জানিতে পারে না।

" وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا " .

"এবং কেহই জানে না যে, সে আগামীকাল কি কাজ

করিবে " (১)।

সুতরাং ব্যক্তি যাহা জানে না তাহা দ্বারা দাবী তোলা সঠিক হইবে কিভাবে ?

আল্লাহ্ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী পাপী ব্যক্তির ঐ অহেতুক দাবী সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়াছেঃ

" سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِين مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ، إِنْ تَتَّبِعُوا إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ " .

" এই মুশ্রিকরা এইরূপ বলিতে উদ্যত যে, যদি আল্লাহ্র মঞ্জুর না হইত, তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব - পুরুষরা শিরক করিতাম না, আর আমরা কোন বস্তুকে হারামও বলিতে পারিতাম না ; এইভবেই ইহাদের পূর্ববর্তীরাও (রাসূলগণকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছিল, যে পর্যন্ত না তাহারা আমার আযাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল । আপনি বলুন, তোমাদের নিকট কি কোন

---

(১) সূরা লোকমান, আয়াতঃ ৩৪

প্রমাণ আছে ? (যদি থাকে) তাহা হইলে আমাদের নিকট প্রকাশ কর । তোমরা কেবল অলীক কল্পনার পিছনেই চলিতেছ এবং সম্পূর্ণ অনুমানের উপরই বলিতেছ" (১) ।

'তাকদীরের' দোহাই দিয়া পাপাচারকারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, তুমি তাকদীরের লিখন মনে করিয়া ভাল কাজের দিকে অগ্রসর হইলে না কেন ? এবং এইরূপ মনে করিলে না কেন যে— আল্লাহ্ তায়ালা তোমার জন্য উহা (ভাল কাজ) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? যেহেতু তাক্দীরের লেখা সৎকাজ ও অসৎকাজ তোমার দ্বারা ঘটিবার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত অজানা থাকার ক্ষেত্রে উভয় কাজের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই । আর এই কারনেই, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে " প্রত্যেকের জন্য আসন নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, হয় তাহা বেহেশ্তে, না হয় দোযখে! ইহা শ্রবনে সাহাবাগণ বলিয়া উঠিলেন ঃ আমরা কি তাহলে তাকদীরের উপর ভরসা করিয়া সৎকাজ করা ছাড়িয়া দিব না ? ইহা শুনিয়া প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন ঃ

---

(১) সূরা আল আনআম, আয়াতঃ ১৪৮

' না, বরং (সাধ্যানুযায়ী) কাজ করিয়া যাইতে থাক, যাহার জন্য যাহা (বেহেশ্‌ত বা দোযখ) নির্ধারিত হইয়াছে উহার কাজই তাহার জন্য সহজ হইবে' ।

ভাগ্যের দোহাই দিয়া পাপ কাজকারীকে আমরা আরও বলিতে চাই যে, যদি তুমি মক্কাশরীফ যাইতে চাও এবং তাহার দুইটি রাস্তা হয়, আর কোন সত্যবাদী লোক তোমাকে জানাইয়া দেয় যে, একটি পথ বন্ধুর ও ভয়াল, আর অপর পথটি সহজ ও নিরাপদ ; তাহা হইলে তুমি অবশ্যই দ্বিতীয় পথটিতে ভ্রমন করিবে এবং প্রথমোক্ত বিপজ্জনক পথটিতে ভ্রমনের জন্য পা বাড়াইবে না এবং বলিবে না যে, উহাই আমার তাকদীরে ছিল। হ্যাঁ , যদি তুমি প্রথমোক্ত কঠিন পথটিতে ভ্রমন করিয়া বল যে — উহাতে ভ্রমন করাই আমার ভাগ্যে ছিল ; তবে লোকে তোমাকে আস্তা পাগল বলিয়া গণ্য করিবে।

আমরা তাহাকে আরও বলিইত চাই যে, যদি তোমার সামনে এমন কোন দুইটি চাকুরীর যে কোন একটি গ্রহনের এখতিয়ার দেওয়া হয় যে উহার একটিতে বেতন অপেক্ষাকৃত বেশী। তাহা হইলে তুমি কম বেতনের চাকুরীটি বাদ দিয়া ঐ বেশী বেতনের চাকুরীটিই এখতিয়ার (পছন্দ) করিবে। এই যদি তোমার অবস্থা হয়, তাহা হইলে আখেরাতের আমলের

ক্ষেত্রে সব চাইতে খারাপ কাজ কর আবার তাকদীরের দোষ দাও কোন জ্ঞানে ?

আমরা আরও একটি উদাহরণের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষন করিতে চাই যে, যখন তুমি শারিরীক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড় তখন সকল চিকিৎসকের দরজায়ই (চিকিৎসা দ্বারা) নিরাময়ের জন্য ধর্না দিয়া থাক। অস্ত্রপ্রয়োগ (operation) এর অসহনীয় ব্যথা এবং ঔষধের তিক্ততায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক। তাহা হইলে তোমার পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত অসুস্থ অন্তরের নিরাময়ের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করিতেছনা কেন ?

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ রহমত ও হেকমাতের কারনে তাঁহার প্রতি কোন মন্দ বিষয় আরোপ করা যায় না। এই সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

‘ হে আল্লাহ! কোন মন্দ কিছু তোমার প্রতি আরোপিত করা যায় না’ (১)।

অতএব, আল্লাহ তায়ালার কোন ফয়সালায় কখনও কোন খারাপ কিছু নাই ; কেননা আল্লাহ্‌র ফয়সালা তাঁহার রহমাত ও হেকমাত প্রসূত ।

---

(১) হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

তবে হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া-ই কুনূতে বলা বানী অনুযায়ী আল্লাহ্র ফয়সালাকৃত কোনটিতে আপেক্ষিক অনিষ্ট থাকিতে পারে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান (রাঃ) কে দোয়া-ই কুনূতে বলিতে শিখাইয়াছিলেনঃ . " وقني شرّ ما قضيت "
" হে আল্লাহ ! আপনি যাহা ফয়সালা করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করুন"। এই খানে আল্লাহ তায়ালা যাহা ফয়সালা করিয়াছেন, অনিষ্টকে উহার সহিত সম্পর্কিত ও যুক্ত করিয়াছেন। এতদসত্বেও আল্লাহর ফয়সালাকৃত বিষয় সমূহেও একেবারে নিরেট অমঙ্গল বিদ্যমান থাকে না, বরং উহার নিজস্ব স্থানে একদিক হইতে অমঙ্গল (মনে হইলেও) অন্যদিক হইতে উহাই মঙ্গল। অন্য কথায় উহার স্বস্থানে উহা অমঙ্গল (হইলেও)অন্যত্র আবার উহাই মঙ্গলময়। সুতরাং এই পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি, রোগ- শোক, দারিদ্র, ভয় ইত্যাদি ফেৎনা সমূহ অমঙ্গল হইলেও উহাই আবার অন্যত্র মঙ্গল ও হিতকর বলিয়া গণ্য। এই সম্পর্কে পাক কালামে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেনঃ

" ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " .

" জলে- স্থলে মানুষের স্বহস্ত- কৃত কর্ম সমূহের দরুন নানা প্রকার বালা - মুছীবত ছড়াইয়া পড়িতেছে, যেন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের (মন্দ) কাজের কিয়দংশের স্বাদ উপভোগ করান, যাতে তাহারা (উহা হইতে) ফিরিয়া আসে" (১)।

চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা, নিসন্দেহে ঐ চোর ও ব্যভিচারীর জন্য (হাত কাটা ও প্রান নাশ করায়) অমঙ্গল থাকিলেও অন্য বিবেচনায় উহাতেই তাহাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। যেহেতু ঐ শাস্তি তাহাদের (জন্য) পাপের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। ফলে তাহাদের পৃথিবীর শাস্তি ও আখেরাতের শাস্তি একত্রে জমা হইবে না। ইহা ছাড়াও অন্যত্র উহা মঙ্গল ; কেননা উহাতে বংশ, সম্মান ও সম্পদ রক্ষা পায়।

---

(১) সূরা আর রূম, আয়াতঃ ৪১

অনুচ্ছেদ

এই সকল মহৎ মূলনীতি সম্বলিত সুমহান আক্বীদাতে বিশ্বাসীদের জন্য বড় বড় উপকার, বিশেষ কল্যাণ ও ফলাফল রহিয়াছে। মহান আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে বান্দার আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যাহা তাঁহার (আল্লাহ্র) আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলাকে অতি জরুরী করিয়া তোলে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলিলে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি হাসেল হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষনা করিয়াছেনঃ

" مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ " .

" যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে পুরুষই হউক অথবা নারীই হউক, যদি সে ঈমানদার হয় তবে আমি তাহাকে এক উত্তম জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের ভাল কাজের পুরস্কার প্রদান করিব" (১)।

---

(১) সূরা আন নাহ্ল, আয়াতঃ ৯৭

ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনিবার ফলসমূহঃ
১মঃ ফেরেশ্‌তাদের বরকতময় ও মহান স্রষ্টার মহত্ত্ব, শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।
২য়ঃ আল্লাহ্‌ তায়ালা তাহার বান্দাদের প্রতি অতি যত্নবান হেতু ফেরেশ্‌তাদিগকে তাহাদের খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছেন। যেমন কতক ফেরেশ্‌তা বান্দাদিগকে রক্ষনা বেক্ষন করেন। আবার কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা তাহাদের আমল (কর্ম-কাণ্ড) লিপিবদ্ধ করেন। ইহা ছাড়াও তাহাদের বিভিন্ন রকম উপকার বিধেয়ক কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করিবার সুযোগ হয়।
৩য়ঃ ফেরেশ্‌তাগণ যথাযথ ভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করে এবং মুমিনদের জন্য তাহারা দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে বলিয়া তাহাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনিবার ফলসমূহঃ
১মঃ আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি তাঁহার অনুকম্পা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির হেদায়েতের জন্য কিতাব নাজিল করিয়াছেন।

২য়ঃ উহাতে আল্লাহ্ তায়ালার হেকমাতের প্রকাশ হয়। কেননা মহান রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে প্রত্যেক উম্মতের জন্য যতটুকু শরীয়তের প্রয়োজন ততটুকুই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আর এই আসমানী গ্রন্থ সমূহের সর্বশেষ হইল মহাগ্রন্থ পবিত্র আ -কুরআন, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বত্র সর্ব যুগে সকল সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

৩য়ঃ আল্লাহ্ তায়ালার ঐ সকল নেয়ামতের কারনে তাঁহার শুক্রিয়া আদায় করিবার সুযোগ হয়।

রাসূলগনের প্রতি ঈমান আনিবার ফলসমূহের মধ্যে রহিয়াছেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তায়ালার রাহমাত ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি তাঁহার দয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ; কেননা তিনি অতিব দয়াপরবশ হইয়া স্বীয় বান্দাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য সম্মানিত ঐ সকল রাসূলগণকে তাহাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তায়ালার এই মহতি নেয়ামাতের জন্য তাহার শুকরিয়া আদায় করা।

তৃতীয়তঃ রাসূলগণকে ভালবাসা, তাহাদিগকে সম্মান করা, তাহাদের যথাযোগ্য প্রশংসা করা; কেননা তাহারা আল্লাহ্র রাসূল এবং বান্দাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাহারা একমাত্র আল্লাহ্কে রাজি ও

সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তাঁহার ইবাদত করিয়াছেন, তাঁহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, তাঁহার বান্দাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং অবুঝ লোকেরা তাঁহাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছে উহাতে তাহারা ধৈর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করিয়াছেন।

সর্বশেষ দিন (কিয়ামত) এর প্রতি ঈমান আনিবার ফলসমূহঃ

প্রথমতঃ ঐ দিনের সওয়াবের (শুভ প্রতিদানের) আশায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিতে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া এবং ঐ দিনের শাস্তির ভয়ে গুনাহের কাজ হইতে দূরে থাকার বাসনা জাগ্রত হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনে যে সব নেয়ামত ও সুখ-সম্ভোগের উপকরণ হাতছাড়া হইয়া যায় তাহার মোকাবেলায় পরকালের জীবনের সাওয়াব ও নেয়ামত পাইবার শান্তনা ও আত্মতৃপ্তি লাভ।

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) রাখিবার ফলসমূহের মধ্যেঃ

প্রথমতঃ কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় - উপকরণ অবলম্বনের সময় আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা করা ; কেননা

কোন কাজের উপায় উকরণ অবলম্বন করা ও উহার ফল লাভ হওয়া উভয়ই একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের ফয়সালা ও নির্ধারিত তাক্বদীর দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মনের সুখ ও আত্মার প্রশান্তি ; কেননা ব্যক্তি যখনই জানিতে পারিবে যে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র অমোঘ ফয়সালা অনুযায়ী হয় এবং অপছন্দনীয় কিছু না ঘটিয়া উপায়ই নাই, তখন মন সুখী হইবে, আত্মতৃপ্ত হইবে এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সে নিজেও রাজি হইবে। অতএব, যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনিতে পারিয়াছে তাহার চাইতে আত্ম- প্রশান্ত, মানসিক ভাবে সুপ্রসন্ন ও সুখী জীবন যাপনকারী আর কেহই নাই।

তৃতীয়তঃ ব্যক্তি তাহার উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জন করিবার সময় বিজয়ের সুখ-প্রসূত আত্মগর্ব দূর করা; কেননা ঐ বিষয়টি অর্জন করা একমাত্র আল্লাহ্‌র নেয়ামত, যাহা আল্লাহ্‌ তায়ালা (ব্যক্তির) ভাল ও উন্নতির উপায় উপকরণ হিসাবে নির্ধারণ করিয়ছেন। সুতরাং এইজন্য সে আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া (প্রশংসা) জ্ঞাপন করতঃ আত্মগৌরব পরিহার করে।

চতুর্থতঃ উদ্দেশ্য হাসিল না হইলে অথবা মনের আশার বিপরীত অযাচিত কোন মন্দ কিছু ঘটিলে মনের অশান্তি

ও আফ্‌সোস্‌ দূর করা ; কেননা উহা তো আল্লাহ্‌র অমোঘ ফয়সালা অনুযায়ীই ঘটিয়াছে যিনি আসমান ও যমীনের বাদ্‌শাহ্‌। উহা না ঘটিয়া তো কোন উপায়ই নাই, সুতরাং সে (মুমিন) উহাতে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং উহার পরিবর্তে সওয়াবের আশা করে। এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া মহান রব্বুল আলামীন ঘোষণা করিয়াছেনঃ

" مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ " .

" পৃথিবীতে এবং তোমাদের আত্মার উপর যে বিপদই আসুক না কেন , তাহা এই গুলিকে সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সহজ কাজ। যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়, উহাতে যেন তোমারা দুঃখিত না হও, আর যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, উহাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও; আর আল্লাহ কোন অহংকারী, গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না" (১)।

---

(১) সূরা আল্‌ হাদীদ , আয়াতঃ ২২, ২৩

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে এই দরখাস্ত করিতেছি যে, তিনি যেন আমাদিগকে এই সুমহান আক্বীদার উপর স্থিরচিত্ত রাখেন, উহার ফল সমূহ প্রদান করেন, আমাদের প্রতি তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহ বর্ধিত করিয়া দিন এবং আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর পুনরায় যেন পথচ্যুত না করেন। তাঁহার অসীম রহ্‌মাত যেন আমাদিগকে দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত পক্ষে অধিক দাতা। আর সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।

আল্লাহ্ যেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তদীয় বংশধর, সাহাবায়ে কেরাম এবং নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের অনুসারীদের প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করেন।

সমাপ্ত

عقيدة
أهل السنة والجماعة

بقلم الفقير إلى الله
محمد الصالح العثيمين
رحمه الله

باللغة البنغالية

وكالة المطبوعات والبحث العلمي
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
المملكة العربية السعودية

١٤٣٩ هـ